জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ষষ্ঠীর শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুর্বল নিম্নচাপ

সাগরের নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপটি শক্তি হারাবে। তবে এর পরোক্ষ প্রভাবে দক্ষিণের একাধিক জেলা ভিজবে ষষ্ঠীতে

খুলছে জম্মু ও কাশ্মীরের ১২টি পর্যটন কেন্দ্র, প্রশ্ন নিরাপত্তা নিয়ে

পুজোয় হাতির গতিবিধি নজরে রাখতে ট্র্যাকার টিম রাজ্যের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৬ ● ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১১ আশ্বিন ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 126 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 28 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

চেতলা অগ্রণী। মহাপঞ্চমীর বিকেলেই দর্শনার্থীদের ভিড় পুজোমণ্ডপে। শনিবার। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রোদ-বৃষ্টি গায়ে মেখে মণ্ডপে দর্শনার্থীর ঢল

মণীশ কীর্তনীয়া

টালা প্রত্যয় নাকি শ্রীভূমি নাকি সুরুচি! কোনটা দিয়ে শুরু করব! নর্থ না সাউথ! তৃতীয়া থেকেই এই কোনটা দিয়ে শুরু করা যায় তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল আমজনতা। আর পঞ্চমীতে এসে সেসব চুলোয় দিয়ে যার যেমন সুবিধে সেই মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণের মণ্ডপে। রোদ-বৃষ্টি গায়ে মেখে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়া। আর যাঁদের হাতে ভিআইপি পাস রয়েছে, তাঁদের তো আলাদাই কেতা! পাড়ায়-বন্ধু মহলে-অফিসে তাঁদের দর এই ক'টা দিনের জন্য একটু হলেও ওপরের দিকে! আর যাঁদের পাস ভাগ্য খারাপ তাঁদের মনের জোর আর হাঁটুর জোরই ভরসা। তবে এঁদের সংখ্যাটাই অনুপাতে অনেক বেশি। নইলে ট্রেন-মেট্রো-বাসে এরকম উত্তুঙ্গ লাগামছাড়া ভিড় হয়! আচমকা ধেয়ে আসা বৃষ্টি এঁদের কাছে কিছুই না। সঙ্গের ব্যাগে ছাতা তো আছেই। আর যাঁদের সঙ্গী বাইক-স্কুটি তাঁদের ডিকিতে রাখা রেইনকোট। ফলে রোদ-বৃষ্টির পরোয়া করে কে! টালা থেকে টালিগঞ্জ অন্তবিহীন পথে শুধুই চলা। মাত্র তিনদিন আগে কলকাতার উপর দিয়ে যে দুর্যোগ বয়ে গিয়েছে, পঞ্চমীর কলকাতাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। জল তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নামানো গেছে। যেসব রাস্তা-মণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কোন এক ভোজবাজিতে যেন সব নতুনরূপে সেজে উঠেছে। সৌজন্যে রাজ্য সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশনের টিম।

অনেকদিন হয়ে গেল রাত জাগার অভ্যেস তৈরি করে ফেলেছে কলকাতা। আর পুজোর এই ক'টা দিন তো বিরামহীন অনাবিল আনন্দ চেটেপুটে নেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এখন শারদোৎসব (এরপর ১২ পাতায়)

গোসাবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৪২ শিশুকে নিয়ে শহরে পুজো পরিক্রমায় দেবাংশু ভট্টাচার্য। শনিবার।

উত্তর থেকে দক্ষিণ সিসিটিভি নজরদারি

সঞ্জয় ঘোষাল

পুজো মানেই উৎসব, পুজো মানেই উন্মাদনা, দর্শনার্থীদের ঢল। বাঙালির বড় পুজো বলে কথা। বিশ্বজনীন বাংলার দুর্গোৎসব। তাই পুজোর নিরাপত্তায় এবার বাড়তি নজর পুলিশের। উত্তর থেকে দক্ষিণ সিসিটিভির নজরদারির ঘেরাটোপ। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছে না পুলিশ। কলকাতা পুলিশ তো বটেই, রাজ্য পুলিশও সদাসতর্ক। ১৮০০-র বেশি সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হচ্ছে পুজোর কলকাতা। কলকাতা পুলিশ শহরজুড়ে সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মার কড়া নির্দেশ, শহরজুড়ে নজরদারির জন্য ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে ১ হাজার ৮০০ সিসিটিভি ক্যামেরা। ট্রাফিক সিগন্যাল ও হোর্ডিংয়ের কারণে ক্যামেরা যেন ঢাকা না পড়ে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ দুর্গাপুজোর সময় অপরাধ প্রতিরোধের জন্য নির্দেশিকা জারি করে প্রতিটি থানার ওসিদের জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা পরীক্ষা করতে হবে নিয়মিত এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ২৪×৭ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম খোলা রাখতে হবে। প্রয়োজনে ড্রোনের ব্যবহারও করা হবে।

এছাড়া কলকাতা পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে, পুজোর ভিড় সামলাতে এ বছর শহরে মোতায়েন করা হয়েছে দশ হাজারেরও বেশি পুলিশকর্মী। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, এছাড়া সিভিক (এরপর ১২ পাতায়)

বিশেষভাবে সক্ষম শিশু এবং একা থাকেন এমন বয়স্কদের প্রতিমা দর্শন। শুভেচ্ছা সিপির।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মেঠো

হলুদ শাড়ির লাল পেড়ে গায়
গ্রাম্যবধূ চলে সদর্পে,
আগে সূর্য, সোনালী ধান
পা চলে তাঁর গরবে।
আল পেরিয়ে
মাঠ পেরিয়ে
গরু হেঁটে চলে মাঠে,
সবুজ ঘাসে
নিশ্চিন্তে
অলস দিন কাটে।
সরু রাস্তা
মাটির ঘর
পুকুর ভরা শ্যাওলা
মাঝে মাঝে
সারি সারি গাছ
বাড়িগুলো দোচালা।
বিদ্যুৎ যাচ্ছে গ্রামান্তরে
জোনাকি পোকা ঘরে ঘরে
অন্ধকারে চিকিমিকি জ্বলে
রেল স্টেশন গ্রামের ধারে
কখনো সুখনো কু ঝিকঝিক
গ্রামে দাঁড়িয়ে পড়ে,
গ্রাম্য গ্রামের গ্রাম্যধারায়
গ্রাম্যবধূ মঙ্গলিমা
মায়ের আঁচল, ভালোবাসা
স্নেহ শুভেচ্ছার গরিমা।

বিজয়ের সভায় পদপিষ্ট, মৃত ৩৮

প্রতিবেদন : তামিলনাড়ুর করুরে অভিনেতা-রাজনীতিক থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে পদদলিত হয়ে কমপক্ষে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৮ শিশু ও ১৮ মহিলাও রয়েছে। আহতের সংখ্যা বহু। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। করুরে বিজয়ের সভার জন্য ৬ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেন সমর্থকরা। সন্ধ্যায় সভায় আসার পর ভিড়ের চাপ বাড়তে থাকে। অনেকে জ্ঞান হারান। জলের বোতল বিলি করা হয়। মেডিক্যাল টিম ও অ্যাম্বুল্যান্স আসে। কিন্তু তাতেও ৩৮ জনকে বাঁচানো যায়নি।

বাংলার ১১৪ পুজোকে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

প্রতিবেদন : পঞ্চমীর বিকেলেই ঘোষণা হয়ে গেল বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫। কলকাতা ও শহরতলির সেরা পুজোগুলির তালিকা ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার। এবছর কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলির ১১৪টি পুজো রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান পাচ্ছে। শনিবার নন্দন ৪-এ রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সাংবাদিক বৈঠকে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন। সেরার সেরা, সেরা সাবেকি, (এরপর ১০ পাতায়)

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ১১৪টি

সেরার সেরা	:	২৪
সেরা সাবেকি	:	১২
সেরা মণ্ডপ	:	১৩
সেরা প্রতিমা	:	৭
সেরা ভাবনা	:	১৭
সেরা অ্যালবাম	:	১
সেরা পরিবেশ বান্ধব	:	১৪
বিশেষ পুরস্কার	:	২৬

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ঘোষণা করছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 September, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৭৯৩ রানি রাসমণির (১৭৯৩-১৮৬১) জন্মবার্ষিকী। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কন্যার মাতা হইয়া রানি চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকালমধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা এবং দরিদ্রদিগের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি ২, তাঁহার অজস্র দান, অকাতর অন্নব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক নিজ গুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৯ নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪) এদিন মালদহের কালিয়াচকে জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, গায়ক, সাহিত্যবোদ্ধা ও ছন্দশ্রী ছিলেন। তবে হাসির গানের রচয়িতা ও গায়ক হিসাবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের চিরসুহৃদ। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল ছাড়া শ্যামসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের গানও গাইতেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সূচনালগ্ন থেকে তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শেষ জীবন পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে কাটান।

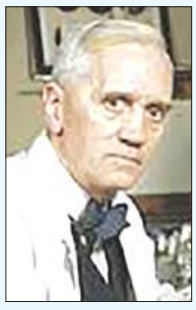

১৯২৮ আজ থেকে ৯৪ বছর আগের এই দিনে নিতান্তই দুর্ঘটনাবশত আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং-এর ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন। তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, '২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ ভোরে উঠে বুঝলাম পরিকল্পনা না থাকা সত্ত্বেও আমি একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি। বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিকটি আবিষ্কার করে ফেলেছি।'

১৮৯৫ লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) এদিন প্রয়াত হন। একজন ফরাসি অণুজীববিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে অণুজীব অ্যালকোহলজাতীয় পানীয়ের পচনের জন্য দায়ী। জীবাণুতত্ত্ব ও বিভিন্ন রোগ নির্মূলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা আবিষ্কার করেন জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক। শেষ জীবনে বাইবেল পাঠ আর উপাসনার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেন এই বিজ্ঞানসাধক।

১৯২৯ লতা মঙ্গেশকরের (১৯২৯-২০২২) জন্মদিন। এই স্বনামধন্য গায়িকা এক হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছবিতে গান গেয়েছেন। এছাড়া ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান গাওয়ার একমাত্র রেকর্ডটি তাঁরই। ১৯৮৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করে। পেয়েছেন পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ। ২০০১ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়। ২০০৭ সালে পান ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দ্য ওনরের অফিসার খেতাব।

১৯২৬ অনন্তহরি মিত্র (১৯০৬-১৯২৬) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। জেলে থাকার সময়েই প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী-সহ আরও তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে অত্যাচারী পুলিশ অফিসার ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করলে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

কর্মসূচী

■ কানাইপুর পল্লি উন্নয়ন সমিতির ২৫ বছরের পুজোর উদ্বোধন করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি ভট্টাচার্য, কণিকা ঘোষ, ভবেশ ঘোষ-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৯

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. সমস্ত, সম্পূর্ণ ৩. দানের বদলে দান ৫. অলটিমিটার ৭. রাক্ষস ৮. কূট প্রশ্ন ১০. বেদখল, হাতছাড়া হয়েছে এমন ১২. বিশেষ প্রক্রিয়ায় যে ছাদকে জলরোধী করা হয় ১৩. অঙ্গনে আওব যব —।

উপর-নিচ : ১. যথার্থ, বাস্তব ২. ভূপৃষ্ঠ অবনত হওয়ার ফলে সৃষ্ট উপত্যকা ৩. নির্মাতা ৪. নিরয়, পাপীদের দুঃখভোগের স্থান ৬. মধ্যস্থ, প্রতিনিধি ৯. রাধা ১০. পাহাড়ে জাত বা উৎপন্ন ১১. খোরাক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৮ : পাশাপাশি : ১. কীর্তিবাস ৩. ত্রিনাথ ৫. আধা ৬. লহনা ৮. টানা ১০. জবাবি ১১. রাকেশ ১৩. তাপ ১৫. হবন ১৮. ঘর ১৯. গগন ২০. দুনম্বরি।
উপর-নিচ : ১. কীএকটা ২. বাউল ৩. ত্রিধা ৪. থই ৫. আনাজ ৭. সবিতা ৯. নারাজ ১২. শহর ১৪. পড়িমরি ১৬. নন্দন ১৭. যোগ ১৮. ঘন।

২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪২৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৮৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৩৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

দুর্গাপুজা উপলক্ষে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭০	৮৭.৯৯
ইউরো	১০৬.১৬	১০২.৬৪
পাউন্ড	১২৪.৬১	১১৭.৪৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

■ সৌমি তৃষা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছেলে ও স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী মহিলা। তারকেশ্বরের তালপুর পঞ্চায়েতের নস্করপুর এলাকার ঘটনায় ধৃত গুণধর ছেলে সৌম্যদীপ সামন্ত ও স্বামী বিক্রমচন্দ্র সামন্ত

আমারশহর

28 September, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

হিন্দুস্তান মোটর্সের বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন শিল্পের প্রক্রিয়া শুরু

প্রতিবেদনে : হিন্দুস্তান মোটর্স-এর বন্ধ কারখানার জমিতে শুরু হল নতুন শিল্প গড়ার প্রক্রিয়া। ওই জমির ৩৫৫ একর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুজোর আগে শেষ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই ছাড়পত্র মিলেছে। জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এখানে বিনিয়োগ টানা সম্ভব হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিল্প উন্নয়ন নিগম ওই জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করবে। সেখানে একাধিক কোম্পানি ইউনিট খোলার আবেদন করতে পারবে। তবে কোনও সংস্থা চাইলে এককভাবেও ইউনিট স্থাপনের অনুমতি পেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের শিল্পনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিষয়টি তদারকি করছেন। রাজ্যের আধিকারিকরা মনে করছেন, জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এখানে বিনিয়োগ টানা সম্ভব হবে। হিন্দুস্তান মোটর্সের মোট জমি ছিল ৩৯৫ একর। এর মধ্যে ৪০ একর ইতিমধ্যেই টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডকে দেওয়া হয়েছে মেট্রো ও বন্দে ভারত কোচ তৈরির জন্য। বাকি জমি এবার শিল্প উন্নয়ন নিগমের হাতে এল। ২০১৪ সালের ২৪ মে কাজ বন্ধের নোটিশ জারি করে হিন্দুস্তান মোটর্স। এরপর ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট অনুযায়ী রাজ্য জমি ফেরত নেয়। কোম্পানি প্রথমে ট্রাইব্যুনাল, পরে কলকাতা হাইকোর্ট এবং শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টে যায়। কিন্তু সব আদালতেই রাজ্যের পক্ষেই রায় যায়। ফলে আইনি জট কাটিয়ে বিনিয়োগের পথ খুলে গেল। এই জমিতে শিল্প স্থাপনের ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

■ দমদমের বেদিয়াপাড়ায় জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং সাংসদ সৌগত রায়। শনিবার।

■ ভারতী সম্মিলনীর পুজো উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

■ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে ময়দানে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছিলেন বিশিষ্টরা। শনিবার।

■ টালিগঞ্জের গাঙ্গুলিবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের দুর্গাপুজোর এবছরের থিম— সোনার বাংলা। শনিবার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস।

■ ঢাকুরিয়া কলুপাড়া পুজো কমিটির জয় বাংলা সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সূচনায় অভিনেত্রী জয়াপ্রদা। আছেন মন্ত্রী জাভেদ খান, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। শনিবার।

■ পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের হাত ধরে পুজোর উদ্বোধনে যাদবপুর ব্যাঙ্কপ্লট ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পুজো কমিটি। ২৮ তম বর্ষে এবারের থিম 'শৈলী'।

হাতির অবস্থান জানতে বন দফতরের বিশেষ অ্যাপ চালু

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে হাতির অবস্থান-সহ বিস্তারিত তথ্য জানাতে বন দফতর বিশেষ অ্যাপ চালু করেছে। কার্শিয়াং বনবিভাগ ও একাধিক পশুপ্রেমী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে এই ব্যবস্থা। পরীক্ষামূলকভাবে ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০টি হাতির তথ্য অ্যাপে আপলোড করা হয়েছে। ধাপে ধাপে আরও হাতির তথ্য সংযোজন করা হবে।

অ্যাপটি শুধুমাত্র বন দফতরের র‍্যাপিড রেসপন্স টিম, কুইক রেসপন্স টিম ও এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের সদস্যরা ব্যবহার করতে পারবেন। আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করে প্রতিটি হাতির প্রোফাইল দেখা যাবে। নজরদারির সময় কোনও হাতিকে শনাক্ত করা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি ও তথ্য আপলোড করা হবে। এর মাধ্যমে হাতিটি কোথায় রয়েছে, তার শারীরিক অবস্থা কেমন, সে একা নাকি দলে রয়েছে এই সমস্ত তথ্য জানা যাবে। আগে পুরনো পদ্ধতিতে হাতির তথ্য সংরক্ষণ করা হত। সীমান্ত পেরিয়ে হাতি নেপালে গেলে ফেরার পর নতুন করে গণনা করতে হত। এখন অ্যাপ চালু হলে সেই কাজ অনেক সহজ হবে।

নেপাল সহযোগিতা করলে সেখানকার তথ্যও পাওয়া সম্ভব হবে। অনেক সময় ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে হাতি নেপালে গিয়ে মারা যায় বা চোরাশিকারিদের হাতে পড়ে দাঁত খোয়াতে হয়। এই অ্যাপ থাকলে কোন হাতি কোথায় গেল, আবার ক'জন ফিরে এল— সব তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে।

ইতিমধ্যেই বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড, পানিঘাটা রেঞ্জ ও টুকুরিয়া রেঞ্জের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ধাপে ধাপে প্রত্যেক রেঞ্জের কর্মীদের এই অ্যাপ চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বন দফতরের মতে, হাতির গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে মানব-হাতি সংঘাত কমাতে ও হাতি সংরক্ষণে বড় ভূমিকা নেবে এই অ্যাপ।

৩ মাস ধরে বাংলাদেশে আটক ৪৮ মৎস্যজীবী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : বিগত তিনমাস ধরে বাংলাদেশে জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন সুন্দরবনের প্রায় ৪৮ জন মৎস্যজীবী। পুজোর সময় তাই চাইলেও খুশি হতে পারছেন না এই পরিবারগুলো। বাবা আসার অপেক্ষায় এখনও পথ চেয়ে বসে রয়েছে কচিকাঁচারা, বারে বারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত তারা মুক্তি দেয়নি সুন্দরবনের ওই মৎস্যজীবীদের। গত তিনমাস আগে ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিল তারা কিন্তু আন্তর্জাতিক জল সীমানা অতিক্রম করার অভিযোগে ঝড়, মঙ্গলচণ্ডী ও পারমিতা এই তিনটি টলারে থাকা ৪৮ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকার। ভারতীয় হাই কমিশনের পক্ষ থেকে বারে বারে সমস্ত নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত মুক্তি মেলেনি তাদের। পুজোর মুখে পরিজনের ফেরার আশায় পথ চেয়ে বসে রয়েছে পরিবারগুলো। অভাব এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দু'বেলা ঠিকঠাক মতো খাওয়া জুটছে না। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি আটকে পড়ায় অথৈ জলে পড়েছে পরিবারগুলি। সুন্দরবন ওয়েলফেয়ার মৎস্যজীবী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান, সমস্ত কিছু কাগজপত্র ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের হাইকমিশনের সাথে তারা যোগাযোগ রাখছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 September, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

শুভ ষষ্ঠী

আজ মহাষষ্ঠী। দেবীর বোধন। বাঙালির দুর্গোৎসবের শুরু। বছরভর অপেক্ষার পর এই ক'টা দিন বাঙালির আসলে রেড লেটার ডে। গোটা বাংলা মণ্ডপে, দোকানে, মেলায়, রাস্তায়। পুজো ঘিরে উৎসব। শুধু বাংলাভাষী নয়, পুজো এখন বাংলার মানুষের, সব ধর্মের। রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যেও জাঁকিয়ে উৎসব। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এমনই ৭০টি পুজোকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এবার পুজোকে ঘিরে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হবে গোটা বাংলায়। এটা একটা সর্বকালীন রেকর্ড। কোনও দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে একটি উৎসবে এমন অর্থনৈতিক লেনদেন বেনজির এবং রেকর্ড। মুখ্যমন্ত্রী দুর্গোৎসবকে যে শুধু বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন তাই নয়, দেশে-বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে পুজো। পৃথিবী সেরা পুজো কার্নিভাল হয় এই শহরেই। মানুষ তাকিয়ে থাকেন থাকেন সেদিকে। বোধনের দিনে প্রার্থনা, সকলে ভাল থাকুন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের আত্মিক ঐক্য উদাহরণ হয়ে থাকুক দেশের কাছে। বাংলা দেশকে পথ দেখিয়েছে। দেখাক আগামী দিনেও। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই ঐক্য ভাঙতে নানা চক্রান্ত চালাচ্ছে। বিজেপির এটাই রাজনীতি। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নে, ভাল করার প্রশ্নে রাজনীতি হলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তারা এগিয়ে। মানুষ এই খেলাটা কিন্তু বুঝে নিয়েছে।

e-mail থেকে চিঠি

এ জিনিস আর সহ্য করব না

ক'দিন আগেই সমাজ মাধ্যমে নয়, সংবাদ মাধ্যমে দেখেছিলাম ছবিটা। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার পাইকর গ্রাম। ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন বৃদ্ধ ভাদু শেখ। কপালের ভাঁজে ভাঁজে দুশ্চিন্তা—তাঁর মেয়েটি কি সুস্থভাবে দেশে ফিরতে পারবে? গর্ভপাত হয়ে যাবে না তো? তখনই মনে হয়েছিল, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ভাদু শেখের এই দুশ্চিন্তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী দরিদ্র মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাস। ভাগ্য ফেরাতে আর কাজের সন্ধানে আজ থেকে ৩০ বছর আগে দিল্লিতে গিয়েছিলেন ভাদু শেখ। তিন দশক ধরে সেখানে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। এখন বয়সের কারণে আর কাজ করতে পারেন না। তাই ফিরে এসেছেন গ্রামের বাড়িতে, বীরভূমের পাইকরে। তবে দিল্লিতেই বসবাস করছিলেন তাঁর মেয়ে সোনালি খাতুন। দিল্লিরই বাসিন্দা দানিশ শেখের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। স্বামী-স্ত্রী থাকতেন দিল্লির রোহিণী এলাকার ২৬ নম্বর সেক্টরে। গত ১৮ জুন দিল্লির কে এন কাটজু মার্গ থানার পুলিশ তাঁদের আটক করে। ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র দেখালেও পুলিশ তাঁদের 'বাংলাদেশি' সন্দেহে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। তারপর ভারতের মেহেদি সীমান্ত দিয়ে 'ঘাড়ধাক্কা' (পুশব্যাক) দেওয়া হয় বাংলাদেশে। রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার করানোর সময় তাঁদের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। বন্দুক তাক করে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, ফিরলেই গুলি করা হবে। এক কাপড়েই বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয় সোনালি খাতুন (২৫), দানিশ শেখ (২৯) আর তাঁদের আট বছরের ছেলে সাবির শেখকে। শুধু সোনালির পরিবারই নয়, একই সঙ্গে খেদানো হয়েছে পাইকরেরই বাসিন্দা সোনালির বান্ধবী সুইটি বিবিকে (৩৩)। সুইটির স্বামী অকালপ্রয়াত। তাঁর সঙ্গে রয়েছে দুই সন্তান। এখন বীরভূমের পাইকরে সুইটির মা একা মেয়ের অপেক্ষায় দিন পার করছেন। ১৯৫২ সালের দলিল আছে সোনালির পরিবারের। স্থানীয়রা বলছেন, কয়েক প্রজন্ম ধরে বীরভূমের পাইকরে বাস করছেন ভাদু শেখরা। গেল ইদের সময় (৬ জুন) দিল্লি থেকে বীরভূমের গ্রামের বাড়িতে এসেছিল সোনালির পরিবার। তাঁর এক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তাঁরা। তখন থেকে সন্তানটি বীরভূমে ভাদু শেখের বাড়িতেই আছে। কেন সোনালিরা বীরভূম ছেড়ে এত দূর-দূরান্তে কাজে যান? স্থানীয়রা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন একশো দিনের কাজ বন্ধ। হাতে-ভাতে সবকিছুতে বাংলাকে, বাঙালিকে মারছে মোদি-শাহ। ওদের না তাড়ালে বাংলা বাঁচবে না, বাঁচানো যাবে না বাঙালিকে।

— **ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আর কতকাল থাকবে মাগো মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?

কী অপরূপ ধর্ম-কর্ম বৈপরীত্য! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ আরতি করছেন মাতৃমূর্তির। পুজোমণ্ডপে। প্রগাঢ় ভক্তির প্রতিবেশ রচিত হচ্ছে নিঃসীম আবেশে। অন্যদিকে বাংলার মায়েদের, সোনালি, সুইটিদের ধরে ধরে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে অমিত শাহর দফতর। ভীতির প্রতিবেশ রচিত হচ্ছে অত্যাচারের দাপটে। কী অপরূপ বিপরীতমুখিনতা! মৃন্ময়ী মূর্তি পূজিতা হচ্ছেন, চিন্ময়ী দেবী নির্বাসিতা। পূজন ও নির্বাসনে অভিন্ন পূজারি এবং অত্যাচারী।

সোনালি ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বাংলায় কথা বলেন। ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান। বাংলাদেশি বলে দাবি করে স্বামী এবং পুত্র-সহ সোনালিকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অপকর্ম।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই হাইকোর্টকে দ্রুত সোনালির মামলা শোনার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, সোনালিদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল। কেন্দ্রকে অবিলম্বে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্য চার সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশ আপাতত মুলতুবি রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই আবেদনও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি কাজের সূত্রে দিল্লিতে থাকতেন। স্বামী দানিশ শেখ এবং আট বছরের পুত্রকে নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে দিল্লির রোহিণী এলাকার ২৬ সেক্টরে থাকছিলেন সোনালি। প্রায় দুই দশক ধরে রাজধানীতে কাগজকুড়ানি এবং পরিচারিকার কাজ করে আসছিলেন তিনি। গত ১৮ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের আটক করে দিল্লির কে এন কাটজু মার্গ থানার পুলিশ। তারপর সোনালি-সহ ৫ জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা থেকে বাংলাদেশের পুলিশ সোনালিদের গ্রেফতারও করেছে বলে অভিযোগ।

মামলায় প্রধান পক্ষ দিল্লি পুলিশ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং ফরেন রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস। এই তিন প্রতিষ্ঠানই অমিত শাহর অঙ্গুলিহেলনে চলে।

সোনালির বাবা কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে সোনালির পরিবার। তাঁরা বলছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সামিরুল ইসলাম না থাকলে আমার মেয়েকে ফেরাতে পারতাম না। দিল্লির পুলিশ অন্যায় কাজ করেছে। না জেনে, না শুনে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার বাড়ি তো বীরভূমে, বাংলাদেশে নয়।"

সোনালির মতো সুইটি বিবিও বীরভূমের বাসিন্দা। তাঁর দুই সন্তান, কুরবান শেখ ও ইমাম দেওয়ান। দু'জনেই দিল্লির সরকারি স্কুলের পড়ুয়া। তাঁদেরকেও বাংলাদেশ পাঠিয়ে দিয়েছিল মোদি সরকার। হাইকোর্ট তাদেরও ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে। পরিষ্কার বলে দিয়েছে এই ডিপোর্টেশন অবৈধ। আদালত নথিপত্র দেখে অবাক হয়ে যায়। বীরভূমে যৎসামান্য জমি রয়েছে সোনালি-সুইটিদের পরিবারের। জমির দলিল অন্তত ৭০ বছরের পুরোনো। আধার, ভোটার, প্যান কার্ড রয়েছে তাঁদের সকলের। এসব কিছুই মানা হয়নি।

গত মে মাসে মোদি সরকার এক আদেশনামায় জানিয়েছিল, কাউকে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা বলে চিহ্নিত করলে তাঁকে অন্তত ৩০ দিন সময় দিতে হবে। সে-কথাও মানেনি অমিত শাহর পুলিশ।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় ফরমানে। সে-কথাও মানেনি শাহর দফতর। উল্টে পাইকর থানা থেকে দিল্লির কে এন কাটজু মার্গ থানায় সোনালিদের আধার-এপিক-সহ বাংলার বাসিন্দার পরিচায়ক নথি পাঠানো হলেও, কোনও উচ্চবাচ্য করার দরকার আছে বলে মনে করেনি অমিত শাহর স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন দিল্লি পুলিশ। আদালত অবাক। আমরা ক্ষুব্ধ। সোনালি-সুইটিদের পরিবার বিস্মিত।

কলকাতায় এসে যে অমিত শাহ মাতৃপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ন্যাকামি করছেন, ভাষণে 'সুনার বঙ্গাল' গড়ার কথা বলছেন আর লোডশেডিং অধিকারীদের হাততালি পাচ্ছেন, সেই অমিত শাহ সোনালি-সুইটিদের নিয়ে যা করেছেন, আদালত সেটাকে অবৈধ ও মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন।

চিন্ময়ী মায়েদের ওপর নির্যাতন করে, তাঁদের মাতৃসত্তাকে অপমান করে, মৃন্ময়ী মাকে নিয়ে আদিখ্যেতা কেন? অমিত শাহ! জবাব দিন। বাংলার মায়েদের প্রশাসনিক যথেচ্ছাচার চালাবেন আর প্রতিমার সামনে আরতি করার ঢং করবেন, সেটা তো চলবে না 'মোটা ভাই'! 'অনুপ্রবেশকারী' সন্দেহে বীরভূমের এই দুই মহিলা-সহ ছয় বঙ্গভাষী ভারতীয়কে গ্রেফতার করে গত ২৬ জুন বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করিয়েছিল দিল্লি পুলিস। সেই ছ'জনকে ২৩ অগাস্ট বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের জেলা ও দায়রা আদালত সে দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে জেল হেফাজতে পাঠায়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যাঁদের অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, বাংলাদেশ পুলিস কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত ১৯৪৬ সালের আইনের ১৪ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। অর্থাৎ বীরভূমের ওই ছয় বঙ্গভাষী বাংলাদেশে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন। চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরের আলিনগরের ভূতপুকুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে ওই ছ'জনকে গ্রেফতার করে স্থানীয় সদর মডেল থানার পুলিশ। অসমের ধুবড়ি দিয়ে দিল্লি পুলিশ তাদের কুড়িগ্রামে পুশব্যাক করিয়েছিল। তারপর তারা ঢাকায় চলে যায়। সেখান থেকে ফিরে একমাসের কিছু বেশি সময় এরা চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরে আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখান থেকেই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

লক্ষ করার বিষয়, যে ভারতীয় বঙ্গভাষীদের অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ওপারে ঠেলে পাঠানো হল, তাঁদের কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশ অবৈধ বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত ধারাতেই গ্রেফতার করেছে। বাংলাদেশি হলে এই ধারা যে প্রয়োগ হত না, সেটা সবাই বোঝে। বোঝে না কেবল সেই অমিত শাহর পুলিশ।

১৯২২ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার চরমে ওঠে, তখন কাজী নজরুল ইসলাম 'আগমনীর আগমনে' শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন। তাতে ছিল :

"আর কতকাল থাকবি বেটী / মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?/ স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।/ দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,/ ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?"

১৯২২-এ লেখা এই পঙ্‌ক্তিনিচয় আজকের এই ২০২৫-এও প্রাসঙ্গিক, সেকথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

কলকাতায় এসে অমিত শাহ মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির সামনে আরতি করছেন আর ওদিকে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে দিল্লি পুলিশ চিন্ময়ী মায়েদের, সোনালি সুইটিদের, কোনও আইন-আদালত না মেনে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। এই অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হোক। দেবীর আরাধনায় দিকে দিকে আওয়াজ উঠুক, "দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা/ দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা।" বোধনের সকালে সেই আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন **দেবাশিস পাঠক**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজোয় পঞ্চমী থেকে দশমী, ভিড় সামলাতে হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত। পুজোর পাঁচদিন হাওড়া ডিভিশনে রাতে চলবে ৮ জোড়া স্পেশ্যাল ট্রেন

সবার পুজো : রাজ্য পুলিশ এবার আনল বিশেষ অ্যাপ

প্রতিবেদন : পুজোর আনন্দে রাজ্যবাসীর সুবিধার্থে এবার বিশেষ অ্যাপ আনল রাজ্য পুলিশ। দুর্গাপুজোর ক'টা দিন ঠাকুর দেখা থেকে শুরু করে আপৎকালীন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে 'সবার পুজো' নামে নতুন অ্যাপ এনেছে রাজ্য পুলিশ। কলকাতা শহরের হাজার হাজার নামী পুজো প্যান্ডেলের হদিশ দেওয়ার জন্য একাধিক অ্যাপ রয়েছে। কিন্তু শহরতলি ও রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলির পুজো-প্যান্ডেলের খোঁজ-খবর দেওয়ার মতো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের অভাব ছিল এতদিন। এবার রাজ্য পুলিশের 'সবার পুজো' অ্যাপ একাই বিধাননগর, বারাকপুর, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, চন্দননগর, পূর্ব বর্ধমান, বারুইপুর এবং ডায়মন্ড হারবার এলাকার সমস্ত নামকরা পুজোর ঠিকানা বলে দেবে। তার সঙ্গে থাকবে আপৎকালীন পরিষেবা পাওয়ার জন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা। থাকবে কখন কোন রাস্তায় যানজট রয়েছে, কোথায় কোথায় শৌচালয় রয়েছে, কোথায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। সমাজমাধ্যমে রাজ্য পুলিশের তরফে এই অ্যাপের লিঙ্ক শেয়ার করা হয়েছে।

■ সল্টলেকের সিকে-সিএল ব্লকে সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছিলেন আদ্যাপীঠের মাতাজি, উদ্যোগপতি চন্দ্রশেখর ঘোষ ও পুজোর উদ্যোক্তারা। শনিবার।

২৮টি পুজো কমিটিকে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

প্রতিবেদন : পঞ্চমী সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সদর আলিপুর সদরে শিরোপা অর্জন করা পুজো কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হল বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০২৫। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এদিন ৪টি বিভাগে পুরস্কৃত করা হল ২৮টি পুজো কমিটিকে।

কর্মকর্তাদের হাতে মেমেন্টো, আর্থিক পুরস্কার চেক তুলে দেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রিরা। ছিলেন এডিএম সৌমেন পাল, অনীশ দাশগুপ্ত, হরসিমরান সিং, মহকুমাশাসক তমোঘ্ন কর, তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার প্রমুখ। সেরা পুরো, সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা ও সেরা সমাজ সচেতনতা বিভাগে মোট ১০০টি পুজো কমিটি অংশ নিয়েছিল বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানে। আলিপুর সদর, বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ— জেলার ৫ মহকুমাকে প্রতিটি বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়।

জাতিগত শংসাপত্র জমা না দিলেই ব্যবস্থা এসএসসির

প্রতিবেদন : নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। আপলোড করা হয়েছে উত্তরপত্রও। এরমধ্যেই পরীক্ষার্থীদের জাতিগত শংসাপত্র আপলোড করার কথা জানিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই তথ্য আপলোড করার শেষ সময় ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর। শুক্রবার মধ্যরাতে শেষ সময় পার হয়ে গেলেও দেখা গিয়েছে অনেকেই সেই তথ্য জমা করেনি। এরপরেই স্কুল সার্ভিস কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা জাতিগত শংসাপত্র জমা করেননি তাঁদেরকে সাধারণ পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রসঙ্গত, এর আগেও বহুবার এসএসসি সংরক্ষিত প্রার্থীদের তাঁদের জাতিগত শংসাপত্র জমা দেওয়ার জন্য সুযোগ দিয়েছে। এবারের সুযোগটি শেষ সুযোগ ছিল। তাই যাঁরা এবারে জাতিগত শংসাপত্র জমা করেননি তাঁকে জেনারেল বা সাধারণ পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করা হবে।

■ হাবড়া হিজলপুকুর প্রগতি সংঘ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সমবায় উপনিবেশ, জয়গাছি রথতলা, কামারথুবা প্রগতি সংঘ ও আমরা সবাই ক্লাবের দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

■ জাঙ্গিপাড়ার কোতলপুর মোহনবাটি নেতাজি যুবক সংঘের দুর্গাপুজোয় কচিকাঁচাদের সঙ্গে পরিবহণমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ বনগাঁ ১২-এর পল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর উদ্বোধনে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আছেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, পুরপ্রতিনিধি নারায়ণ ঘোষ।

■ বাগনান খালোড় যুব সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্ডপে উপস্থিত থেকে পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। ছিলেন অরুণাভ সেন, মৌসুমি সেন, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

টালা প্রত্যয় থেকে কাশী বোস উত্তরে থিমের বাহার

দেবনীল সাহা

শারদোৎসবে মাতোয়ারা বাঙালি। শহর থেকে জেলা, পুজোর আবহে উৎসবে মেতেছে রাজ্যবাসী। প্রতিপদে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফাঁড়া কাটিয়ে তৃতীয়া থেকেই পুজো-মুডে বাঙালি। পঞ্চমীর সকালে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্যান্ডেল-হপিং শুরু আট থেকে আশি'র। শুরুতেই ১০৭ বছরের পুজো বাগবাজার সর্বজনীনে ঢুঁ মেরে ঠাকুর দেখার ফিতে কাটল বাঙালি। সকলের মুখেই এক কথা, বাগবাজারে মায়ের সাবেকি রূপ না দেখে পুজোয় ঠাকুর দেখা শুরু করার কথা ভাবাই যায় না! শেষবেলায় অফিস ফেরত পথেও পুজো-মণ্ডপগুলিতে জনস্রোত। বিগত বছরগুলির মতোই পুজোর বিষয়-ভাবনায় সমানে-সমানে টক্করে নেমেছে কলকাতার উত্তর-দক্ষিণে। উত্তরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই শতবর্ষের টালা প্রত্যয়। মহালয়ার পর থেকেই টালা প্রত্যয়ের পুজো-প্যান্ডেল যেন দর্শনার্থীদের কাছে 'হটকেক'। শিল্পী ভবতোষ সুতারের ভাবনায়

এবার তাঁদের থিম 'বীজ অঙ্গন'। বীজই যে জীবনের মূল উৎস, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপে। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানারকমের কারুকার্য রয়েছে প্যান্ডেলে। শিল্প আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে প্রতিমাতেও রয়েছে থিমের ছোঁয়া।

উত্তর কলকাতার আরও এক আকর্ষণ হল হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো। ৯১ তম বর্ষে তাঁদের থিম 'অথঃ ঘাট কথা'। কলকাতার গঙ্গাঘাটগুলির হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি ও ঐতিহ্য ফিরে এসেছে হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো-মণ্ডপে। বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন ফরাসি শিল্পী তমাস অরিয়ত। হাতিবাগানের পুজোয় তিনি ২২ ফুট বাই ৪ ফুটের ক্যানভাসে ২০ হাজার সোনালি সুতোয় ফুটিয়ে তুলেছেন গঙ্গাপাড়ে জীবনযাত্রার এক নিখুঁত ছবি। উত্তরের আর এক জনপ্রিয় পুজো কাশী বোস লেন। ৮৮ তম বছরে তাঁদের থিম 'পাকদণ্ডী'। শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারকে সম্মান জানাতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে এই মণ্ডপে। তাই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নামেই থিমের নামকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৯৩ বছরে পা দিয়ে শিল্পী সনাতন দিন্দার ভাবনায় 'রূপান্তর' থিমের মাধ্যমে বর্তমান সমাজে নারীশক্তির অগ্রগতি ও ব্যাপ্তিকে তুলে ধরা হয়েছে উত্তর কলকাতার আর এক বিখ্যাত পুজো নলীন সরকার স্ট্রিটের মণ্ডপে। আবার, 'অচলায়তন' থিমের মধ্যে দিয়ে কু-সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে দেওয়ার বার্তা দিয়েছে তেলেঙ্গাবাগান। কুমোরটুলি পার্কের মণ্ডপ আবার সেজে উঠেছে ঝরা পাতার শিল্পে। ৩৩ তম বর্ষে তাঁদের থিম 'পত্রশোভা'।

■ হাওড়ার ১০২তম বর্ষের ভারতমাতা সংঘের পুজোর উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন কৈলাস মিশ্র, মহেন্দ্র শর্মা, সৌম্য ঘোষ, করবী ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ দশের ঘরে দশভুজা। মা দুর্গাই পৌঁছে যাচ্ছেন পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ির দরজায়। পুজো নিবেদন সেখানেই। উদ্যোক্তা ১০৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

রাজ্য
28 September, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজো শুরুর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে বারাসতে টাকি রোডের ওপর ভেঙে পড়ল তোরণ। ঘটনায় হতাহত নেই, তবে যান চলাচল ব্যাহত হয় কিছুক্ষণ

পুজোর সময়েও বাজারদর নিয়ন্ত্রণে চলবে নজরদারি

প্রতিবেদন: রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে উৎসবের মরশুম। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে দাম না বাড়াতে পারে তার জন্য চলবে প্রশাসনিক নজরদারি। তাই বাজারে শাকসবজি ও ফলমূলের জোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। উৎসবের সময় সমস্ত ভোগ্যপণ্যের দামের উপর কড়া নজরদারি চালানো হবে। যাতে কোনও অবস্থাতেই কৃত্রিম সংকট তৈরি করা না হয় এবং সাধারণ মানুষ সমস্যায় না পড়েন। বৃহস্পতিবার কৃষি বিপণন দফতরের সচিব ওঙ্কার সিং মীনার নেতৃত্বে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্সের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তারাও।

কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগর-সহ রাজ্যের সব জেলার বাজারদর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, রাজ্যের ভিতর বিভিন্ন জায়গায় শাকসবজির গাড়ি আটকে দিচ্ছে পুলিশ। এতে সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। এনিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি শারদোৎসবের সময় বাজারে পর্যাপ্ত পণ্য মজুত রাখতে হবে। আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা এবং অন্যান্য সবজির দামবৃদ্ধির সমস্যা আপাতত অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলেই দাবি করা হয়েছে। কর্তাদের আশা, আগামী দিনে তা আরও নিয়ন্ত্রণে আসবে।

দুস্থদের মুখে হাসি ফোটালেন মন্ত্রী বঙ্কিম

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তাই উৎসবে মেতে ওঠার অধিকার রয়েছে সকলের। আর এই উৎসবের প্রাক্কালে সাগর ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতি হাসি ফোটাল এলাকার বহু দুস্থ মানুষের মুখে। দুস্থ পরিবারগুলিকে নতুন বস্ত্র এবং রান্নার সরঞ্জাম বিতরণ করল ব্লক প্রশাসন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাগরের বিডিও কানাইয়াকুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির সকল কর্মাধ্যক্ষ-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এলাকার অসহায়, দুস্থ মানুষদের নতুন শাড়ি, ধুতি, জামা এবং রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, দুর্গাপূজা মানে শুধু আনন্দ করা নয়, এর মানে হল সকলের মধ্যে সেই আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া। আমাদের এই ছোট প্রচেষ্টা যদি দুস্থ মানুষদের মুখে সামান্যতম হাসিও ফোটাতে পারে, তবে সেটিই আমাদের সার্থকতা।

ঠাকুর আনতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত তিন

সংবাদদাতা, পোলবা : চন্দননগর পটুয়াপাড়া থেকে ঠাকুর আনতে গিয়েছিলেন পোলবার শঙ্করবাটি গ্রামের বারোয়ারি পুজোর সদস্যরা। ঠাকুরের গাড়ির সঙ্গে থাকা আরও একটি গাড়িতে চালক-সহ আরও ৬ জন ছিলেন। সেই গাড়িটিই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার মধ্যরাতে চন্দননগর রেল ওভারব্রিজ থেকে নামার সময় রাস্তার পাশে থাকা ইটের পাঁজায় সজোরে ধাক্কা মারে চারচাকা গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয়। একজনকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকি দু'জনের চিকিৎসা চলছে চুঁচুড়ায়।

মৃতেরা হলেন, ভাস্কর দেবধারা (২৯), বাড়ি সুগন্ধার শঙ্করবাটিতে, প্রীতম চক্রবর্তী (৩০) ও স্বপন দে (৪০)। তাঁদের বাড়ি চন্দননগর কাঁটাপুকুরে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রথমে চন্দননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারপর পোলবা থানার পুলিশও সেখানে যায়। যাঁর জমির সামনে ইটের পাঁজা ছিল, তিনি বলেন, প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটি এসে ধাক্কা মারে। গাড়িতে মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত তারা মদ্যপান করেছিল। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হবে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। ঘটনায় শোকের ছায়া শঙ্করবাটি গ্রামে।

ভবানীপুর মুক্তদলের থিম গোমিরা নৃত্য

প্রতিবেদন : গোমিরা মুখোশ নৃত্য হল পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রচলিত একটি প্রাচীন লোকনৃত্য। এই নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গম্ভীরা ও অন্যান্য লোককথার চরিত্রগুলির মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন। এটি একটি ধর্মীয় লোকনৃত্য, যা সাধারণত শুভশক্তিকে স্বাগত জানাতে এবং অশুভ শক্তিকে তাড়ানোর জন্য পরিবেশিত হয়। কুশমন্ডি এলাকার কারিগররা এই মুখোশ তৈরি করেন, যা গামারি কাঠ দিয়ে তৈরি এবং সম্প্রতি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগও পেয়েছেন তাঁরা। ভবানীপুর মুক্তদল পুজো কমিটি এবার এই গোমিরা নৃত্য ও তাদের জীবনযাপন তুলে ধরল মানুষের জন্য।

গোমিরা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য। এই নাচের প্রচলন মূলত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। যেখানে গ্রামবাসীরা দেব, দেবী ও পৌরাণিক চরিত্রগুলির মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করেন। গোমিরা নাচে ব্যবহৃত মুখোশগুলি গামারি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এই মুখোশ সাধারণত লাল, নীল ও সাদা রঙের হয় এবং লোককথার বিভিন্ন চরিত্র, যেমন—মহিষাসুর, হনুমান, এবং দেবদেবীদের চরিত্রের আদলে হয়ে থাকে। এর ধর্মীয় তাৎপর্যও রয়েছে। গোমিরা নৃত্য একটি ধর্মীয় আখ্যানের অংশ। নৃত্যটি সাধারণত উৎসবের সময় পরিবেশিত হয় এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায় নিজেদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লক এই মুখোশ তৈরির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এখানকার কারিগররা এই মুখোশ তৈরি করে, যা তাদের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য। এই মুখোশগুলিকে ২০১৮ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে, যা এর বিশেষত্ব ও গুরুত্বকে আরও বেশি করে তুলে ধরে। এই নাচ একক বা দলবদ্ধভাবে হতে পারে। মুখোশ ছাড়াও নৃত্যশিল্পীরা সুন্দর পোশাক পরে থাকেন, যা তাদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ভবানীপুর মুক্তদল এই গোমিরা নৃত্য ও তাদের জীবনযাপন তুলে ধরল মানুষের জন্য।

কড়া নিরাপত্তা ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের

■ সাংবাদিক বৈঠকে এসপি বিশপ সরকার (ডানদিকে) ও অ্যাডিশনাল এসপি (জোনাল) মিথুনকুমার দে।

সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার: পুজোর আগে কড়া নিরাপত্তা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পুলিশের। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের এসপি বিশপ সরকার ও অ্যাডিশনাল এসপি (জোনাল) মিথুনকুমার দে জানান, ২১০০টির মতো পুজো রেজিস্টার করা হয়েছে। দুটো হেডকোয়ার্টার করা হচ্ছে, যেখান থেকে চলবে একটানা নজরদারি। এছাড়াও ট্রাফিক নিয়ে ২৩ খানা পয়েন্ট করা হয়েছে। সিসিটিভি মনিটরিং করা হবে সর্বক্ষণ। ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে। ডিজে বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রশাসন সাফ জানিয়েছে, ভুয়ো খবর ছড়ালে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহিলাদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও রকম আতশ বাজি ফাটানো যাবে না। এছাড়াও একটা ২৪ ঘন্টা হেল্প লাইন খোলা হয়েছে, যার নম্বর ৬২৮৯২৪৭৫৩৩। চার তারিখের মধ্যে সমস্ত ঠাকুর বিসর্জন করতে হবে। এবারের কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে মহেশতলায়।

■ হুগলির আরামবাগের পারুল মিলন মঞ্চের পুজো উদ্বোধনে প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার ও অন্যরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করেন।

স্থায়ী পথবাতির আলোয় উৎসবমুখর জয়নগর

নাজির হোসেন লস্কর • জয়নগর

উৎসবে আলোকিত গোটা এলাকা। প্রথম ঝলকে মনে হবে, পুজোর জন্য সেজেছে গ্রামীণ রাস্তাঘাট। কিন্তু তা নয়, উৎসবের মুখে একেবারে পাকাপাকিভাবে এলাকায় বসল পথবাতি। শুধু রাস্তার উপর আলোর ঝলকানি নয়, সৌন্দর্যায়নে লাইটপোস্টে লতানো এলইডি থেকে নীল-সাদার বিচ্ছুরণ দীর্ঘ পথ জুড়ে অনন্যরূপ মেলে ধরেছে। আলোময় রাস্তা দিয়ে হুস হুস করে ছুটছে গাড়ি। রাস্তার পাশ দিয়ে এখন নিরাপদে যাতায়াত গ্রামের সাধারণ মানুষের। উৎসবমুখর গ্রামবাসী নগরের ছোঁয়া পেয়ে তাই বলছে, শুধু আলোকসজ্জা নয়, সরকারের এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর দৈনন্দিন জীবনেও এসেছে নতুন গতি ও নিরাপত্তা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর, গোচরণ হয়ে জয়নগর বিধানসভার বুক চিরে চলে গিয়েছে কুলপি রোড। জয়নগর বিধানসভা এলাকার বাংলা মোড় থেকে জয়নগর পেট্রোল পাম্প বিস্তৃত দীর্ঘ ১০ কিমি রাস্তাজুড়ে লাগানো হয়েছে এই

উদ্যোগী বিধায়ক

পথবাতি। একইসঙ্গে দক্ষিণ বারাসত অটো স্ট্যান্ড থেকে ময়দা পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ কিমি জুড়ে মোট ২৫০টি পথবাতি লাগানো হয়েছে। মোয়ার জন্য বিখ্যাত জয়নগরের জনস্বার্থে এমন মহতী উদ্যোগে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রামীণ এলাকায় এই ব্যবস্থা। যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। তিনি বলেন, সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষত ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ নাগরিকদের কথা মাথায় রেখেই এই কাজ। এলাকার মানুষের দাবি মেনে শহরের মতো সন্ধের পরে আলোয় ঝকঝকে রাস্তা এই গ্রামীণ এলাকায় পুজোর মুখে ব্যবস্থা করতে পেরে আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই ধন্যবাদ। তিনি যেভাবে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন করার পরিকল্পনা করেন, তাঁর চিন্তাভাবনাকে পাথেয় করে এলাকার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। তিনি আরও জানান, চলতি বছরের মধ্যে তাঁর বিধানসভা এলাকায় আরও ৪ হাজার বিদ্যুৎপোস্টে আলোর ব্যবস্থা করবেন।

খুশির আলোয় স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এতদিন ধরে এই এলাকায় অন্ধকারে পথচলা ছিল নিত্যদিনের সমস্যা। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে সন্ধ্যার পর বেরোনো ছিল কষ্টকর। এখন রাস্তায় আলো থাকায় অনেকটাই নিশ্চিন্ত। অনেকেই মনে করছেন, শুধু পুরসভা নয়, জয়নগরের গ্রামীণ অঞ্চলেও শহরের ছোঁয়া এসে পৌঁছেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চালতা বাগান সর্বজনীনের পুজোয় ফিরহাদ হাকিম, বিবেক গুপ্ত-সহ অন্যরা

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান-২০২৫। ঘোষণা করছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। রয়েছেন শান্তনু বসু, কৌশিক বসাক-সহ আধিকারিকরা। শনিবার।

মহাপঞ্চমীর দুর্গাদর্শন

দমদমের একটি মণ্ডপে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

খিদিরপুর পল্লির পুজোয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

সল্টলেক এফডি ব্লকের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়।

খড়দহের একটি পুজোর উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

চেতলা অগ্রণীর দুর্গাপ্রতিমা।

ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজোয় পঞ্চমীর জনস্রোত।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫

সেরার সেরা (২৪ পুজো কমিটি)

বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, সুরুচি সংঘ বিশ্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, চেতলা অগ্রণী ক্লাব, কালীঘাট মিলন সংঘ, টালা প্রত্যয়, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, বডিগার্ড লাইনস্ আবাসিক দুর্গাপূজা কমিটি, এ.কে. ব্লক অ্যাসোসিয়েশন (বিধাননগর), ত্রিধারা অকালবোধন, আহিরীটোলা সবর্জনীন দুর্গোৎসব সমিতি, বেহালা নূতন দল, দমদম তরুণ দল, ৪১ পল্লি ক্লাব (হরিদেবপুর), বড়িশা ক্লাব, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব, ২৫ পল্লি ক্লাব (খিদিরপুর), গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব, কাশী বোস লেন সর্বজনীন, আলিপুর সর্বজনীন, হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, অর্জুনপুর আমরা সবাই ক্লাব, হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক সর্বজনীন

সেরা সাবেকি পুজো (১২ পুজো কমিটি)

বাগবাজার সর্বজনীন, একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাব, সিংহী পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, মুদিয়ালি ক্লাব, বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার, কলেজ স্কোয়ার, সমাজসেবী সংঘ, শিবমন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব, ৬৬ পল্লি ক্লাব, শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসব, প্রতাপাদিত্য রোড ত্রিকোণ পার্ক বারোয়ারি দুর্গাপূজা কমিটি

সেরা মণ্ডপ (১৩ পুজো কমিটি)

কালীঘাট মিলন সংঘ, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ পূজা কমিটি, বরানগর নেতাজি কলোনি লো-ল্যান্ড, পাথুরিয়াঘাটা ৫-এর পল্লি, নেতাজিনগর নাগরিকবৃন্দ (মহিলা পরিচালিত), ৭৫ পল্লি ভবানীপুর, ৯৫ পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, বাবুবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, নাকতলা উদয়ন সংঘ, ন'পাড়া দাদা ভাই সংঘ, রাজডাঙা নব উদয় সংঘ, দেশপ্রিয় পার্ক (বালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি), কামডহরি সুভাষপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

সেরা প্রতিমা (৭ পুজো কমিটি)

৭৪ পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব (খিদিরপুর), তেলেঙ্গাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (উল্টোডাঙা), বেহালা ক্লাব সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, অবসর সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন (মহম্মদ আলি পার্ক), অশোকনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, দক্ষিণ কলিকাতা সর্বজনীন দুর্গাপূজা

সেরা ভাবনা (১৭ পুজো কমিটি)

রামমোহন সম্মিলনী, বেলিয়াঘাটা ৩৩ পল্লিবাসীবৃন্দ, নলিন সরকার স্ট্রিট সর্বজনীন দুর্গোৎসব, বোসপুকুর শীতলা মন্দির দুর্গোৎসব কমিটি, নবপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব (দমদম), মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপূজা কমিটি, কোলাহল গোষ্ঠী দুর্গাপূজা কমিটি, বোসপুকুর তালবাগান সর্বজনীন, কালীঘাট কিশোর সংঘ, উদয়ন খিদিরপুর দুর্গাপূজা, বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব, কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন সর্বজনীন, অশ্বিনীনগর বন্ধু মহল ক্লাব, চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, চালতাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, চেতলা আলাপী ক্লাব, দমদম পার্ক ভারতচক্র ক্লাব

সেরা পরিবেশবান্ধব (১৪ পুজো কমিটি)

১৪ পল্লি উদয়ন সংঘ (এন্টালি), ডায়মন্ড পার্ক বেহালা, যুবমৈত্রী (কালীঘাট), দক্ষিণপাড়া দুর্গোৎসব, অজেয় সংহতি, সিকদারবাগান সাধারণ দুর্গোৎসব, পূর্বাচল শক্তি সংঘ, টালা বারোয়ারি দুর্গোৎসব সমিতি, সেলিমপুর পল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, নেতাজি জাতীয় সেবাদল, যোধপুরপার্ক শারদীয়া উৎসব কমিটি, এফডি ব্লক সর্বজনীন পূজা কমিটি (সল্টলেক), সন্তোষপুর লেক পল্লি, সংঘশ্রী

বিশেষ পুরস্কার (২৬ পুজো কমিটি)

আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, ভবানীপুর ৭০ পল্লি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (শীতলা মন্দির)-মহিলা পরিচালিত, বাটাম ক্লাব (পেয়ারাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব), ফরোয়ার্ড ক্লাব, হরিদেবপুর নিউ স্পোর্টিং ক্লাব, ৭৬ পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব, বালিগঞ্জ ২১ পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, প্রগতি সংঘ (পূর্ব পুঁটিয়ারি), বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব পূজা কমিটি (হরিদেবপুর), ৬৮ পল্লি সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, ৬৪ পল্লি দুর্গোৎসব কমিটি (মনোহরপুকুর রোড), ২২ পল্লি সর্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি, গোলমাঠ দুর্গাপূজা সমিতি, লালাবাগান নবাঙ্কুর সংঘ, গ্রিনপার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব (নরেন্দ্রপুর), এনএসসি স্পোর্টস ক্লাব (শারদীয়া দুর্গোৎসব), আইবি ব্লক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (সল্টলেক), ফতেপুর দুর্গোৎসব কমিটি (মেটিয়াব্রুজ), খিদিরপুর পল্লি শারদীয়া, ক্যানাল রোড সমাজসেবী সমিতি, পর্ণশ্রী সাউথ ব্লক ক্লাব, আলিপুর গোপালনগর ৭৮ পল্লি, ভবানীপুর মুক্তদল, পদ্মপুকুর ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন, ভবানীপুর স্বাধীন সংঘ, ৬২ পল্লি (হরিশ মুখার্জি রোড)

বিশ্ববাংলা পুজোর অ্যালবাম : দুর্গা অঙ্গন

৮
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

28 September, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করতে দল ও প্রশাসনের একাধিক উদ্যোগ

দর্শনার্থীদের পাশে তৃণমূল খোলা হল সহায়তা কেন্দ্র

■ ইংরেজবাজারে সহায়তা কেন্দ্রের সূচনা। শনিবার।

সংবাদদাতা, মালদহ: শারদীয়ার আগমনি সুরের মধ্যেই পঞ্চমী থেকে দর্শনার্থীদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র সুকান্ত মোড়ে দলের পক্ষ থেকে চালু হল একটি বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র। উদ্বোধন করেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ সান্যাল, জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি শুভময় বসু, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, সুজিত সাহা, অম্বরীশ চৌধুরী-সহ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। উদ্বোধনের পরেই দলীয় নেতারা স্থানীয় অসহায় মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। পুজোর ক'টা দিন এই কেন্দ্র থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পথ নির্দেশিকা, প্রাথমিক চিকিৎসা সহ জরুরি তথ্যের পরিষেবা মিলবে বলে জানান আয়োজকরা। দর্শনার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে প্যান্ডেল পরিক্রমা করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এ-বিষয়ে মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি জানান, শুধুমাত্র রাজনীতি নয়, উৎসবের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের সুবিধাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয়দের মতে, পুজো উপলক্ষে এমন একটি সহায়তা কেন্দ্র খোলায় শহরে নিরাপত্তা ও সেবার মান অনেকটাই বাড়বে। প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবীরা তথ্য-সহায়তা দেওয়া শুরু করেছেন। পুজোর প্রতিটি দিন শহরের মানুষ ও বাইরের দর্শনার্থীরা এখানে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন বলে জানা গিয়েছে।

নিরাপত্তায় সিসিটিভিতে নজর, চালু কন্ট্রোল রুম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : সুষ্ঠুভাবে উৎসব সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। সিসিটিভির মাধ্যমে গোটা শিলিগুড়ির নজরদারি চালানো হবে। শনিবার পঞ্চমীর দিন উদ্বোধন হল কন্ট্রোল রুমের। এদিন ইয়ারভিউ মোড়ে এসজেডিএ-র পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো সিসিটিভি ক্যামেরার কন্ট্রোল রুম। উদ্বোধন করেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, ভাইস চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি রাকেশ সিং-সহ বিভিন্ন আধিকারিক। এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার জানিয়েছেন, শহরজুড়ে মোট ১১৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ইয়ারভিউ মোড়ে চালু হওয়া এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে প্রতিটি ক্যামেরায় ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হবে। পুলিশের আধিকারিকরা এই কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকবেন। এর ফলে শহরে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। পুজোর ভিড় সামলাতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহল।

■ উদ্বোধনে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর প্রমুখ।

হাতির হানায় যুবকের মৃত্যু পরিবারের পাশে বন দফতর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শুক্রবার রাতে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল যুবকের। জলপাইগুড়ির বামনডাঙা চা-বাগান এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম বিজয় মার্ডি (৩২)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত প্রায় ন'টা নাগাদ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজয় মার্ডি। সেই সময় আচমকাই একটি দাঁতাল হাতি শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ে। আতঙ্কে পালাতে গিয়ে হাতির সামনে পড়ে যান বিজয়। বুনো দাঁতাল তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে আছাড় মারে ও পরে পায়ে পিষে দেয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হাতিটি আবার জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়। ঘটনার পর শ্রমিক মহল্লায় নেমে আসে শোকের ছায়া। আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়ায় শ্রমিকদের মধ্যে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতরের ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা, খুনিয়া বন্যপ্রাণ স্কোয়াড এবং নাগরাকাটা থানার পুলিশ। দীর্ঘ বোঝানোর পর রাত প্রায় বারোটার সময় মৃতদেহ উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে আনার আগেই বিজয় মারা গিয়েছিলেন। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এই মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকাহত পরিবারের পাশে রয়েছে বন দফতর। পরিবারকে ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা হবে বলে বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

সেরা পুজো পেল সম্মান

■ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশ্ববাংলা সম্মান তুলে দেওয়া হল বিশেষ স্থানাধিকারী পুজো কমিটিগুলির হাতে। ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা-সহ পুলিশ আধিকারিকরা এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

■ উত্তর দিনাজপুর জেলার একাধিক পুজো কমিটিকে বিশ্ববাংলা সেরা পুজোর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি পুজো কমিটিকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে শারদ সম্মান প্রদান করা হয়। শনিবার মহাপঞ্চমীতে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় ৪টি বিভাগে তিনটি করে সেরা পুজোর নাম ঘোষণা করেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনা। তিনি জানান, এবারেও চারটি ক্যাটাগরিতে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ গড়ে সেরা করণদিঘি ব্লক সর্বজনীন

অপরাজিতা জোয়ারদার

রায়গঞ্জ : চারিদিকে সবুজ। প্রচুর গাছপালা। হাঁপিয়ে ওঠা দূষণের মধ্যে যেন 'অক্সিজেন ভাণ্ডার'। এমনই পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ গড়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লক সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। ১২ বছর ধরে এই পুজোয় নতুনত্বের আস্বাদ নিয়ে আসছেন বিধায়ক গৌতম পাল ও বর্তমান জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাতে ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়েছে এই পুজোর। প্যান্ডেলের অভিনবত্বের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এবছর এই পুজোর মূল আকর্ষণ প্লাস্টিক ফ্রি মন্ডপ। অর্জুন গাছের ছাল, পেস্তার খোসা, ঘাস সহ বিভিন্ন গাছ গাছালি দিয়ে হয়েছে মণ্ডপসজ্জা। মূর্তি ও আলোকসজ্জাও থাকছে চোখধাঁধানো। বিধায়ক গৌতম পাল জানান, জেলার মধ্যে তাদের পুজো একটি অন্যতম স্থানে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বড় মাপের পুজোগুলির মধ্যেও এই পুজো। প্রতি বছরই উদ্বোধনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এবছর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিচারক, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন বিধায়ক গৌতম পাল আরও জানান, এই পুজো উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি হয়। বহু সাধারণ মানুষ শামিল হন এই পুজোয়। অপরদিকে জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল জানান, এই পুজোকে ঘিরে আনন্দে মেতে ওঠেন করণদিঘিবাসী। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কার্নিভালের পাশাপাশি করণদিঘিতেও একটি কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে এই দুর্গোৎসবে শামিল হন। সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানান সভাধিপতি পম্পা পাল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

28 September, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

শনিবার বীরভূম জেলার পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশে এসপি শ্রী আমনদীপ

মহাপঞ্চমীতে জেলার পুজো

■ দুর্গাপুরে পলাশডিহা তরুণ সংঘের ৪৯ তম বর্ষের থিম হাওড়া ব্রিজ।

■ তেঘরিয়া এলাকার ড্যাফোডিল লা বেলা আবাসনের এবারের পুজোর মাতৃপ্রতিমা।

■ কোচবিহারের মাথাভাঙায় আজাদ হিন্দ সংঘের ফাইবার গ্লাসে তৈরি প্রতিমা। ৫৭ কেজি রুপোর সাজসজ্জা, শাড়ি, গয়না, মুকুটে সাজিয়ে আকর্ষণীয় প্রতিমাটি গড়েছেন হাবড়া বাণীপুরের তরুণ শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার।

মহিলা পঞ্চায়েত কর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণে অভিযুক্ত বিজেপি কর্মাধ্যক্ষ

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা চলাকালীন এক মহিলা পঞ্চায়েত কর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠল বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ওই মহিলা বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি সাধারণ সভা ডাকা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ওই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস দাস। তাঁর বিরুদ্ধেই মূলত অশালীন আচরণ, অপমানমূলক কথাবার্তা এবং হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। তিনি তাঁর অভিযোগপত্রে দাবি করেছেন, তফসিলি উপজাতির মহিলা বলেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে অফিসের কাজ করা কষ্টদায়ক হবে। গোটা ঘটনায় তদন্ত হবে বলে জানান নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন বণিক। এদিকে বিজেপি কর্মাধ্যক্ষের এই ধরনের আচরণ নিয়ে বিজেপি দলের প্রতি কড়া কটাক্ষ করে ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, বিজেপির এটাই কালচার। আজ সেটাই প্রমাণিত হয়ে গেল। আমরা চাই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

নন্দীগ্রাম

তফসিলি উপজাতির মহিলা বলেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন আচরণ করা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ

দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তৃণমূল

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : টাটা মেটালে কর্মরত খড়্গপুর ২ ব্লকের চকদণ্ডি গ্রামের কমল হাইত কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় পড়েন। মৃত্যুর সঙ্গে লড়েও শেষরক্ষা হয়নি। খবর পেয়ে ছুটে যান অঞ্চল প্রধান তথা ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনাতন বেরা এবং টাটা মেটাল ইউনিয়নের নেতৃত্ব। মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁরা মৃতের বাবার হাতে ৫০ হাজার, স্ত্রীর হাতে ৫০ হাজার এবং ছেলের হাতে ৫ হাজার টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। অসহায় পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ মৃতের পরিবারকে অর্থসাহায্য সনাতন বেরার।

পুজো দর্শনার্থীদের নিখরচায় আইনি পরামর্শ দেওয়ার স্টল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার দর্শনার্থীরা এবার পুজোর দিনগুলোয় পাবেন বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ জেলার তিনটি পুজোমণ্ডপে বসাচ্ছে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা ও সচেতনতা শিবির। শনিবার গোপীবল্লভপুরের ছাতিনশোল সর্বজনীন পুজোমণ্ডপে এর সূচনা করে জেলার অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুর রহমান জানান, সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত জেলার শিলদা, বাছুরডোবা ও ছাতিনশোলের দুর্গাপুজোর স্টলগুলিতে প্রতিদিন দু'জন করে অধিকার মিত্র উপস্থিত থেকে আইনি পরামর্শ দেবেন।

■ আইনি পরিষেবা দানে স্টলের সূচনা।

দিগতোড়ের শতাব্দীপ্রাচীন পুজোয় দেবী পূজিত হন হরপার্বতী রূপে

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকের মশিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দিগতোড় গ্রামে ১৩২ বছরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোয় দেবী পূজিত হন হরপার্বতী রূপে। শতাব্দীপ্রাচীন এই গ্রামের প্রতিটি কোণে পুজোর দিনে উৎসবের রঙিন আবহ ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের এই পুজোকে ঘিরে আজও গ্রামীণ সমাজে বিরাজ করছে প্রাচীন ঐতিহ্য। স্থানীয়রা জানান, বাংলা ১৩০১ সালে প্রথম সূচনা হয় এই পুজোর। পুরুলিয়ার কাশীপুরের মহারাজার অনুপ্রেরণাতেই গ্রামের রায় পরিবার পুজো শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে গোটা অঞ্চলে দুর্গাপুজোর কোনও প্রচলন ছিল না। কেবল পুরুলিয়ার বাতিকরা গ্রামে ক্ষত্রিয় সমাজের পুজো হত। তাই দিগতোড়ের মানুষ দূরে না গিয়ে নিজেদের গ্রামেই পুজো শুরু করেন। শুরুতে ছিল মাটির মন্দির, পরে সেই মন্দির হয়েছে পাকা। উদ্বোধন করেন স্বয়ং কাশীপুরের মহারাজ। এই গ্রামের আকর্ষণ গ্রামের মাঝখানে থাকা একসঙ্গে চারটি মন্দির। দুর্গামন্দিরের ডান পাশে শিবমন্দির, সামনে হরিমন্দির এবং তার সামনেই কালীমন্দির। ফলে সব মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ এখানকার। বর্তমানে দিগতোড় গ্রামের ১৪০টি রায় পরিবার পুজোর চারদিন ব্যস্ত থাকে অতিথি আপ্যায়ন ও পুজোর নানা কাজে। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, আমাদের পূর্বপুরুষের হাত ধরেই এই দুর্গাপুজোর সূচনা। সেই সময় থেকে আজ অবধি একই নিয়ম মেনে চলে আসছে মহোৎসব। প্রায় কুড়ি বিঘা সম্পত্তি রয়েছে মায়ের নিজের। সেই সম্পত্তি থেকেই পুজোর ব্যয়ভার বহন করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি পরিবার চাঁদা দেন। বর্তমানে রাজ্য সরকারের অনুদানও মেলে, যা পুজোর আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। গ্রামের যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁরাও পুজোর কটা দিন সব কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন পুজোয় শামিল হতে। এক কথায়, দুর্গাপুজোই গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে। পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপ চত্বর ভরে ওঠে ভক্ত আর দর্শনার্থীর ভিড়ে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও হাজারো মানুষ এসে মিলিত হন আনন্দোৎসবে। দশমীর দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল সপ্তমীর দিন থেকে শুরু হওয়া ছাগবলি। সন্ধিপুজোয় ছাগবলির পাশাপাশি কুমড়ো ও আখ, জামির বলি হয়। নবমীতে প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি ছাগবলি হয়। অষ্টমী-নবমীতে অন্নভোগের আয়োজন থাকে। এবারও এই পুজো ঘিরে থাকছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শতবর্ষ পেরিয়ে আজও দিগতোড়ের দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, কার্যত হয়ে ওঠে মিলনমেলা।

জৌলুস কমলেও আবেগে মোড়া ২৫১ বছরের রাজবাড়ির পুজো

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • মহিষাদল

ইটের দেওয়ালে জড়িয়ে ধরেছে লতাপাতা। মরচে ধরা লোহার শিকলে কান পাতলে শোনা যায় সেকেলে রাজত্বের কথা। তবু পুজো এলেই ঐতিহ্যের টানে আজও দূরদূরান্তের মানুষ ভিড় জমান মহিষাদল রাজবাড়ির প্রায় ২৫১ বছরের পুজোয়। আগের মতো জৌলুস আজ আর নেই। কিন্তু রীতিনীতির কোনও বদল ঘটেনি। প্রাচীন নিয়ম মেনেই আজও পুজো হয়ে আসছে মহিষাদল রাজবাড়িতে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সারে সারে দাঁড়িয়ে থাকা পাম গাছ আর আমের বন পেরিয়ে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে রাজবাড়ির সিংহদুয়ার। তার পাশেই প্রাচীন রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপ। এখানেই ১৭৭৪ সালে পুজোর সূচনা করেন রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের স্ত্রী রানি জানকি। আগে জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন হত। বর্তমানে তেমন না হলেও পুজোর নিয়মে কোনও বদল ঘটেনি। পুজো উপলক্ষে গোটা দুর্গামণ্ডপ সেজেছে রংবাহারি কাপড়ে। গোটা রাজগড় জুড়ে লাগানো হয়েছে নানা আলো। আর এসব দেখতে বিভিন্ন জেলার মানুষ পুজোয় ভিড় জমাবেন মহিষাদল রাজবাড়িতে। রাজবংশের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা কলকাতায় থাকলেও পারিবারিক পুজোর টানে ছুটে আসেন মহিষাদলে। প্রথম বছর থেকেই প্রতিপদে পুজোর সূচনা হয়। এখনও সেদিন থেকে দশমী পর্যন্ত চলে দেবীর আরাধনা। আগে ভোগে থাকত এলাহী আয়োজন। ষষ্ঠীতে ৬ মন, সপ্তমীতে ৭ মন আর অষ্টমীতে ৮ মন চালের ভোগ রান্না হত। এখন অবশ্য ভোগের চালের পরিমাণ কমেছে। পুজোর কটা দিন 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এই বার্তা দিয়ে রাজ পরিবারের সমস্ত তলোয়ার, অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয় দেবীর পায়ের নিচে। অষ্টমীতে সন্ধিপুজোর জন্য রাজবাড়িতে সুদূর কেদারনাথ বদ্রিনাথ থেকে আসত ১০৮ নীল পদ্ম। এই নিয়ম আজ আর তেমন পালন করা হয় না। একসময় মহাষ্টমীর দিন দেবীর সন্ধিপুজোর সময় রাজ্যবাসীকে জানান দেওয়ার জন্য পুজোর শুরু এবং শেষে রাজবাড়ির কামান দাগা হত। কয়েক বছর আগে প্রশাসনের তরফে শব্দবিধি জারি হতে উঠে যায় কামান দাগার প্রথা। পরিবর্তে চলে পটকা ফাটানো হয়। দশমীতে বিসর্জনে আগে নৌকা করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত রূপনারায়ণের মাঝনদীতে। বর্তমানে রাজবাড়ির প্রাচীন পুকুরেই হয় দেবীর বিসর্জন। রাজ পরিবারের নবীন সদস্য রুদ্রপ্রসাদ গর্গ জানান, আমরা এখনও পর্যন্ত তখনকার সমস্ত নিয়মনীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করি। মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে আমাদের পুজো। তাই সারা বছর পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি।

১০
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

28 September, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৮০০ জন কচিকাঁচাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পছন্দের পুজোর বাজার সারলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : এলাকার খুদেদের পুজোর আনন্দের আগাম খুশি উপহার দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রায় ৮০০ কচিকাঁচাকে নিয়ে তিনি বেরোলেন তাদের পছন্দসই পুজোর বাজার করতে। অভিনব এই উদ্যোগে কচিকাঁচাদের নিয়ে বিধায়ক নিজেই বাজারে গিয়ে তাদের পুজোর বাজার করলেন। পাণ্ডবেশ্বর বাজার এলাকার এই সব কচিকাঁচারা বিধায়কের যেমন খুশি কিনতে পারো কর্মসূচিতে যোগ দিতে পেরে ভীষণ খুশি। বিভিন্ন দোকানে নিয়ে গিয়ে তাদের পছন্দমতো বাজার করালেন বিধায়ক। আর এর ফলে স্বভাবতই খুশি ওই সব কচিকাঁচার মা-বাবারাও। এলাকার এক অভিভাবক শ্রাবণী মণ্ডল বলেন, আমাদের বিধায়ক আমাদের অভিভাবক।

কচিকাঁচাদের নিয়ে পুজোর বাজার করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

পুজো এলেই তিনি শুধু কচিকাঁচা নয়, পাণ্ডবেশ্বরের মা-বোনেদের হাতেও ৬০ হাজার শাড়ি পুজোর উপহার হিসাবে তুলে দেন। এটাই পাণ্ডবেশ্বরের সংস্কৃতি। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, পাণ্ডবেশ্বর হল সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের জায়গা। আমরা এই পাণ্ডবেশ্বরে পুজো, ইদ, ছট, কালীপুজো সব উৎসবই একে অপরকে নিয়ে আনন্দে কাটাই। তাই বাচ্চাদের বলেছি, ওরা নিজেদের পছন্দমতো যেমন খুশি জামাকাপড় কিনুক। এতেই ওদের আনন্দ। আমি ওদের আনন্দেই শামিল হয়েছি।

জেলা পুজো উদ্বোধনে রেকর্ড সিউড়ির জনপ্রিয় বিধায়কের

পুজো উদ্বোধনে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই দলনেত্রী হিসাবে বছরের পর বছর জনসংযোগের যে কাজ করে গিয়েছেন তারই ফসল হিসাবে ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বাম সরকারকে উৎখাত করতে সফল হন। তাঁর সেই জনসংযোগকেই হাতিয়ার করে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি এবার রেকর্ড পুজো উদ্বোধন করলেন। শনিবার তিনি জানান, ষষ্ঠী অবধি পুজো উদ্বোধনে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলবেন। এই মুহূর্তে জেলায় যাকে রেকর্ড বলেই ধরা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে জেলার কোনও বিধায়ক ৫০টি পুজোর উদ্বোধন করেননি। এই মাইলস্টোন ছুঁলেন সিউড়ির বিধায়ক। বিকাশবাবু বলেন, ২০২১ সালে সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী হওয়ার পরেই আমার লক্ষ্য ছিল, এই বিধানসভার প্রতিটি ভোটারের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ গড়ে তুলব। সেই লক্ষ্যে এগিয়েছি বলেই আজ পুজো উদ্বোধনে আমি হাফ সেঞ্চুরি করতে পারছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসংযোগ কর্মসূচিকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নিজের রাজনৈতিক জীবনে ব্যবহার করেছি। মানুষের ভাল এবং মন্দের সময়ে তাঁদের কাছে যেতে হবে। যাঁরা আমার সমালোচনা করেন তাঁদের ভাল এবং খারাপ সময়ে, বিপদেও পাশে থেকেছি। আর এই কারণেই এ বছর ২০০টিরও বেশি পুজোয় উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পেয়েছেন বিকাশবাবু।

জেলার সেরা পুজোকে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

পূর্ব বর্ধমান : শনিবার পূর্ব বর্ধমানের সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা সমাজ সচেতনতার জন্য ১২টি পুজো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হল বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান। অনুষ্ঠানে ছিলেন সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অমিয় দাস, বর্ধমান সদর উত্তরের মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বিধায়ক খোকন দাস, তথ্যসংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল প্রমুখ।

পশ্চিম বর্ধমান : পশ্চিম বর্ধমানের ১৩টি পূজা কমিটির হাতে শনিবার জেলাশাসকের দফতরে জেলাশাসক এস পন্নবালাম তুলে দিলেন চারটি বিভাগের বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০২৫ সম্মাননা। উদ্যোক্তাদের হাতে ট্রফি, পুরস্কারের চেক ও মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর : নিমতৌড়ির জেলাশাসকের কার্যালয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পেল সেরা ১২ পুজো কমিটি। ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

নদিয়া : নদিয়ার বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনের অনুষ্ঠানে বিজয়ী ১২টি পুজো কমিটির হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন বিধায়ক কল্লোল খাঁ, বিমলেন্দু সিংহরায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শিঞ্জন শিখর, অতিরিক্ত আরক্ষাধ্যক্ষ-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

সূচনায় পুরপ্রধান

প্রতিবেদন : পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বারাসতের দক্ষিণপাড়ায় ৮-এর পল্লির পুজোর উদ্বোধন করলেন পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। পুজোর মণ্ডপ হয়েছে তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম মন্দিরের আদলে। বাদুড়িয়া প্রায় ২৫ জন শিল্পী এক মাসে মণ্ডপটি তৈরি করেন। প্রতিমাশিল্পী শম্ভু পাল।

হনুমানের কামড়ে

সংবাদদাতা, মহিষাদল : দলছুট এক হিংস্র হনুমানের কামড়ে আক্রান্ত হলেন মহিলাদলের মধ্যাহিংলী গ্রামের পাঁচ বাসিন্দা। শনিবার সকালে বন দফতরের খাঁচায় অবশেষে বন্দি হয় হনুমানটি। ওই গ্রামে বিগত এক সপ্তাহ আগে একটি হনুমানের দল আসে। তবে বাকি হনুমানরা চলে গেলেও একটি থেকে যায়। গত ক'দিনে এই হনুমানটির আক্রমণে পাঁচ গ্রামবাসী আহত হন। তাঁদের বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

(প্রথম পাতার পর)

সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, পরিবেশবান্ধব ও বিশেষ বিভাগে পুজোগুলিকে সম্মানিত করা হয়েছে। ২৪টি পুজোকে সেরার সেরা, ১২টি পুজোকে সেরা সাবেকি বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সেরা মণ্ডপ ও সেরা প্রতিমার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে যথাক্রমে ১৩টি ও সাতটি পুজো কমিটিকে। ১৭টি পুজোকে পুরস্কৃত করা হয়েছে সেরা ভাবনার জন্য। সেরা পরিবেশবান্ধব পুজোর শিরোপা পেয়েছে বৃহত্তর কলকাতার ১৪টি পুজো। এই পুজো কমিটিগুলি আগামী ৫ অক্টোবর রাজ্য সরকারের পুজো কার্নিভালে অংশ নেবে। এদিনই জেলার সেরা পুজোগুলিরও তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য সংস্কৃতি সচিব শান্তনু বসু ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার রেড রোডে দুর্গা কার্নিভাল হবে ৫ অক্টোবর। জেলার কার্নিভাল হবে ৪ অক্টোবর।

হাটসেরান্দির মণ্ডলবাড়ির দেড়শো বছরের পুজো সামলান অনুব্রত

সংবাদদাতা, বীরভূম : বীরভূমের ছোট্ট গ্রাম হাটসেরান্দি। এই অখ্যাত গ্রামের নামই আজ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। গ্রামের অন্যতম পারিবারিক দুর্গাপুজো দেখতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসেন। কারণ গ্রামের মণ্ডল পরিবারের দুর্গাপুজো ১৫০ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় হয়ে আসছে। বর্তমানে এই পুজোর সমস্ত দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডলের কাঁধে। বোলপুরে থাকলেও পুজোর চারদিন তিনি চলে আসেন নিজের এই গ্রামেই। গ্রামের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন পুজোর আনন্দ। ঠাকুর তৈরি থেকে পুজোর চারদিন নারায়ণ সেবা, গরিবদের বস্ত্র উপহার, সব কিছুই করেন নিজের হাতে। যদিও এবছর আইনি জটিলতায় নারায়ণ সেবা করা যাবে না বলে জানান অনুব্রত মণ্ডল। তবে চেষ্টা করবেন সাধ্যমতো পুজোয় মানুষের সেবা করতে। সারা বছর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকলেও পুজোয় অনুব্রত মণ্ডল একদম ঘরোয়া মানুষ। মন্দিরের বারান্দায় বসে একান্নবর্তী

অনুব্রত মণ্ডলের গ্রামের বাড়ির পুজোর প্রতিমা।

পরিবারের বর্তমান প্রজন্মকে নিয়ে ছোটবেলায় গ্রামের পুজোয় কীভাবে সময় কাটাতেন সেই গল্প বলেন। জানান, ছোটবেলায় ভাই-বোনেরা নতুন জামা-প্যান্ট পরে গ্রামের মাটির রাস্তায় ঘুরতেন। দশমীর বিকেলে গোটা গ্রাম ঘুরে বড়দের প্রণাম করে বাড়ি বাড়ি নাড়ু, মুড়ির মোয়া, চিড়ের মোয়া, সেউয়ের নাড়ু খেতেন। পুকুরে মাছ ধরা, গাছ থেকে তাল পাড়ার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সময় বদলেছে। গ্রামে এখন চারিদিকে পাকা রাস্তা, পারিবারিক মন্দির মাটি থেকে কংক্রিটের হয়েছে। পুজোয় চারদিনই তিনি অঞ্জলি দেন। আলোকসজ্জায় মন্দির চত্বর সেজেছে। গ্রাম জুড়ে উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার অনুব্রত মণ্ডল স্বমহিমায় মন্দিরের মেঝেয় বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে গল্পে মাতবেন। সেই সঙ্গে গ্রামের মানুষদের কাছে শুনে নেবেন নিজের গ্রামের জন্য আরও কী উন্নয়ন করা যায়। গ্রামবাসীরা জানান, বছরে এই চারদিন পাশের বাড়ির কেষ্টদা হিসাবেই আমরা ওঁকে পাই। গোটা গ্রাম ঘুরে দেখেন, কোথায় কী সমস্যা খোঁজ নেন, খামতি থাকলে দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

বানান প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, মহিষাদল : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বানান প্রতিযোগিতা। শুক্রবার মহিলাদলের বিপন্নবন্ধুর তরফে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জেলার মোট ৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ২০০০ ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। মূল পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল মহিষাদল রাজ কলেজ। মূলত লেখার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক বানানবিধি শেখানোর লক্ষ্যেই বানান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি তপন জানা বলেন, ১৯৮০ থেকে এই প্রতিযোগিতা করে আসছি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়ের সামনেই সন্তানের মাথা কেটে খুন করল আততায়ী। তারপরে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল মহেশ নামে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিরও। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। কালু সিংয়ের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ৫ বছরের সন্তানকে নৃশংসভাবে খুন করে মহেশ

বিদ্রোহী প্রাক্তন গেরুয়া সাংসদ

ওয়াংচুককে পাক-চর প্রমাণে মরিয়া বিজেপি

লাদাখ: অদ্ভুত ব্যাপার! লাদাখের বিশিষ্ট পরিবেশ আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুকের পাকিস্তানযোগ প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। যে ওয়াংচুক লাদাখের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের বিরোধিতা করে তরুণদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই ওয়াংচুককেই দু'দিনের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, লাদাখে নতুন করে অশান্তি ছড়ানোর ভয়ে প্রশাসন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে লেহ থেকে ১৪০০ কিমি দূরে যোধপুরে। একই সঙ্গে গ্রেফতারির জালিয়াতি বেআব্রু হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কায় পুলিশ এতদূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাঁকে। গেরুয়া প্রশাসনের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে এবার স্পষ্টতই বিদ্রোহের সুর লাদাখের বিজেপিরই প্রাক্তন সাংসদ সেরিং নামগিয়েলের কণ্ঠে। তীব্র নিন্দা করেছেন নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর। দাবি করেছেন পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের। বিজেপির বিরোধিতা করলেই তারা দেশদ্রোহী। বারবার দেশের একাধিক রাজনীতিককে জেলে ভরে তারপরে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাজিয়ে তা প্রমাণ করার স্বৈরাচারী মোদি সরকারের চেষ্টা আজ নতুন নয়। তবে এবার মুখ বন্ধ করতে সেই দমননীতি প্রয়োগ করা হল লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের বিরুদ্ধেও! গ্রেফতার করার ২৪ ঘণ্টা পরে পুলিশ জানাল পাকিস্তানে তার খবর সম্প্রচারিত হয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সোনম ওয়াংচুকের যোগ রয়েছে। সেখানেই নাকি প্রমাণ মিলছে সোনম ওয়াংচুক দেশদ্রোহী।

অথচ যে চারটি নিরীহ প্রাণ লেহ শহরে চলে গিয়েছে, তার কোনও বিচার আজও দিতে পারেনি কেন্দ্রের মোদি সরকার। এবার তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন লাদাখের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ। লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পরে যে সেরিং নামগিয়েলকে বিজেপি, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বেছে নিয়ে সাংসদ করেছিলেন, সেই নামগিয়েলই এবার প্রশ্ন তুললেন লাদাখের নিরীহ, নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানোর ঘটনায়। লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কবিন্দর গুপ্তাকে একটি চিঠি লেখেন প্রাক্তন সাংসদ নামগিয়েল। তিনি দাবি করেন, আইন ভেঙে বিক্ষোভ দেখানো যদি অন্যায় হয়, তবে নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালালে প্রশাসনের উপর থেকে বিশ্বাস সরে যায় সাধারণ মানুষের। সেই সঙ্গে মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ। প্রশাসনের কাছে গুলিতে মৃতদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সাহায্যের দাবি করেন তিনি। এরপরেও নিজেদের হাতে লাগা রক্তের দায় এবার সোনম ওয়াংচুকের ঘাড়েই চাপাতে তৎপর লাদাখ পুলিশ তথা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

পঞ্চাশ হাজার মাটির প্রদীপে সেজে উঠেছে মণ্ডপ

অদ্রিজার নয়টি রূপ, চিত্তরঞ্জন পার্কে নবদুর্গার আরাধনায় ১৬ পুরোহিত

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

মাটি হল সোনার চেয়ে খাঁটি। সেই মা দুর্গার মৃন্ময়ী রূপই গোটা বিশ্বে পূজিত হয়। সিআর পার্ক পুজোয় মাটি দিয়েই প্রতিমা এবং গড়ে তোলা হয়েছে প্যান্ডেল। মাটির তৈরি মহামায়ার ন'টি রূপ তুলে ধরা হয়েছে 'নবদুর্গা' আকারে। ন'টি আলাদা জায়গার মাটি দিয়ে মা দুর্গার অবয়ব তৈরি করা হয়েছে সিআর পার্ক বি ব্লকের এবারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে। প্যান্ডেলে মাটির প্রজ্বলিত প্রদীপ দিয়েই সাজিয়ে তুলেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ৫০ বছরে মোট পঞ্চাশ হাজার মাটির প্রদীপ দিয়ে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ। নিঃসন্দেহে এবারের সিআর পার্কের অন্যতম আকর্ষণ হবে দর্শনার্থীদের কাছে।

নবদুর্গাকে মোট ষোলোজন পুরোহিত পুজা করবেন। মাটির পাত্রে নিষ্ঠাভরে মা দুর্গার ভোগ নিবেদন করা হবে। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা মতে দুর্গাকে পূজার্চনা করা হবে বলে জানিয়েছেন বি ব্লক পুজোর সচিব আশিস সোম।

এছাড়াও প্যান্ডেলের বাইরে গোল্ডেন জুবিলি প্যাভিলিয়নে জুটের তৈরি মা দুর্গার মূর্তি রাখা হয়েছে। শিল্পী মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নিখুঁত শিল্পকলা। গত ৫০ বছর বি ব্লকের দুর্গাপূজার স্মৃতি প্যাভিলিয়নের অন্যতম আকর্ষণ বাড়াবে দর্শনার্থীদের। চন্দননগরের আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে গোটা প্রাঙ্গণ। বি ব্লকের পুজোয় মায়ের আরাধনার অন্যতম মুল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রসাদ বিতরণ।

বড়ো টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন নির্বাচনে ধরাশায়ী হিমন্ত, জয়ী বিরোধী বিপিএফ

প্রতিবেদন : জোর ধাক্কা খেলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বড়ো টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন (বিটিআর)-এর স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি কার্যত ধরাশায়ী। বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী শর্মা নিজেই, যেখানে তিনি একাধিক ম্যারাথন জনসভা করেছিলেন। স্থানীয় শাসক দল ইউনাইটেড পিপলস পার্টি-লিবারেল (ইউপিএলএল)-এর বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া ছিল, তা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে শর্মা এই নির্বাচনের আগে ইউপিএলএল-এর সঙ্গে জোট ভেঙে দিয়ে একা ভোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে দুটি প্রধান স্থানীয় দলের মধ্যে যেই জিতুক না কেন, বিজেপি তাদের সঙ্গেই জোট করবে। এর মাধ্যমে তিনি ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে একটি বিভক্ত ম্যানডেটের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে, ৪০টি আসনের নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর দেখা গেল ফল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিরোধী বড়ো পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে এবং ২৮টি আসন নিজেদের দখলে নিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির পূর্ববর্তী জোটসঙ্গী ইউপিএলএল মাত্র ৭টি আসন পেয়েছে। বিজেপি নিজে জয়ী হয়েছে মাত্র ৫টি আসনে। কাগজের ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভোট গণনা ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয়। গত নির্বাচনে ইউপিএলএল ১২টি আসন পেয়েছিল এবং বিজেপি জিতেছিল ৯টি আসন। সেই সময় বিপিএফ ১৯টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল ছিল। ২০২০ সালের সেই নির্বাচনে বিপিএফ-কে ক্ষমতাচ্যুত করে বিজেপি এবং ইউপিএলএল জোট গঠন করে পরিষদ দখল করেছিল। ভুটান সীমান্তবর্তী পশ্চিম অসমের পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত এই পরিষদের ২০২০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার তৎকালীন অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর নেতা প্রমোদ বড়ো, সশস্ত্র গোষ্ঠী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বড়োল্যান্ড-এর নেতা রঞ্জন দইমারি এবং ইউনাইটেড বড়ো পিপলস অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নতুন শান্তি চুক্তি ঘোষণার পরপরই। মোদি সরকার আড়ম্বর সহকারে এই চুক্তি স্বাক্ষর করলেও, চুক্তির পাঁচ বছর পরেও এর প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলো এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

তেজপ্রতাপকে উসকানি বিজেপির

প্রতিবেদন : পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের ভাঙন ধরানোর নোংরা খেলায় নেমেছে বিজেপি-নীতীশ জোট। আর এই খেলায় তারা তুরুপের তাস করতে চাইছে লালুর জ্যেষ্ঠপুত্র তেজপ্রতাপকে। মাস চারেক আগেই আরজেডি এবং যাদব পরিবার থেকে বিতাড়িত তেজপ্রতাপকে নতুন দল গড়তে ইন্ধন জুগিয়েছে গেরুয়া শিবিরই। লালুকন্যা রোহিণী আচার্য প্রথম দিকে তেজপ্রতাপের সঙ্গে থাকলেও এখন সমান দূরত্ব বজায় রাখছেন দু'পক্ষের থেকেই। তেজপ্রতাপদের রাগ আসলে ভাই তেজস্বীর ঘনিষ্ঠ আরজেডির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় যাদবের উপরে। বাবা লালুপ্রসাদকে রোহিণীর কিডনি দান নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার ঘি ঢেলেছে বিতর্কের আগুনে।

২ লক্ষ টাকা জরিমানা করল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল উত্তরাখণ্ড রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকায় দু'বার নাম থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি দিয়েছিল উত্তরাখণ্ড রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই সার্কুলার বাতিল করে দেয় উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় উত্তরাখণ্ড রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তরাখণ্ড নির্বাচন কমিশনকে

তোপ দাগলেন বিরোধীরা। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্ট উত্তরাখণ্ড নির্বাচন প্যানেলকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে। উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট আগেই রায় দিয়েছিল, উত্তরাখণ্ড রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হলফনামা উত্তরাখণ্ড পঞ্চায়েতিরাজ আইন, ২০১৬-এর পরিপন্থী। আইনটি স্পষ্ট, একজন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক স্থানে ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন না। রায় শোনার পরই বিরোধীরা বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন, বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশে, সারা দেশে ভোট চুরি চালাচ্ছে।

শঙ্কা নিয়েই খুলছে কাশ্মীরের ১২ পর্যটন কেন্দ্র

শ্রীনগর: এখনও শুকিয়ে যায়নি জঙ্গিদের নৃশংস হত্যালীলার দগদগে ঘা। পাঁচ মাস আগের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও কেড়ে নেয় ঘুম। বৈশরণ ভ্যালিতে পাক জঙ্গিদের হাতে মৃত্যু হয়েছিল ২৫ জন পর্যটক ও এক স্থানীয় গাইডের। ভারত পাল্টা জবাব দিয়েছিল অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে। ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের ১২টি পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ ছিল। দিনকয়েক আগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকের পরই ১২টি পর্যটন কেন্দ্র খোলার কথা জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তবে যেখানে জঙ্গি হামলা হয়েছিল অর্থাৎ বৈশরণ ভ্যালি এখনই খুলছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই পর্যটন কেন্দ্রটি খোলা হল না? আবার হামলা হওয়ার সম্ভাবনা কি রয়েছে সেই জায়গাতেই?

যে জায়গাগুলি খোলা হবে তার মধ্যে কাশ্মীরে রয়েছে— আরু ভ্যালি, রাফটিং পয়েন্ট ইয়ান্নের, আক্কাড পার্ক, পদশাহী পার্ক, কামান পোস্ট-সহ আরও কয়েকটি কেন্দ্র। জম্মুতে খুলছে দাগান টপ, রামবান, কাঠুয়ার ঢাঙ্গর, রেয়াসির শিবগুহা-সহ কয়েকটি স্থান।

লক্ষণীয়, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। হামলার পরেই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জম্মু-কাশ্মীরের ৫০টি পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছিল। তবে আবার নতুন করে ছন্দে ফিরেছে ভূস্বর্গ। ফের এই রাজ্যে পর্যটনশিল্পকে চাঙ্গা করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

স্কুলের মধ্যেই দুই বন্ধুর তুমুল বচসা। স্কুল ছুটির পর একজন পড়ুয়ার উপর দলবল নিয়ে চড়াও হয় অন্যজন। ব্যাপক মারধরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে আক্রান্ত ছাত্র। মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। দিল্লির মঙ্গলপুরীতে শুক্রবার

অযৌক্তিক নাটক সাজাবেন না, হুঁশিয়ারি নয়াদিল্লির

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের মিথ্যাচার কড়া ভাষায় জবাব দিল ভারত

নিউইয়র্ক: অযৌক্তিক নাটক সাজাবেন না। পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিল ভারত। শনিবার রাষ্ট্রসংঘে পাক-মিথ্যাচারের কড়া জবাব দিলেন ভারতের প্রতিনিধি পেটাল গেহলট। কাশ্মীর এবং সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাক মিথ্যাচারের জবাবে রীতিমতো চাঁছাছোলা ভাষায় তিনি বললেন, এই সমাবেশের সকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এক অযৌক্তিক নাটুকেপনার সাক্ষী হলাম আমরা। গোটা বিশ্ব জানে পাকিস্তান কী করে। সারা বছর ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গি নাশকতায় মদত দিয়ে চালিয়ে যায় যুদ্ধ উন্মাদনা। লক্ষণীয়, শুক্রবার গভীর রাতে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ অভিযোগ করেন, যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা করে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে ভারত। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানকে মুখের উপরে যোগ্য জবাব দেয় ভারত। ভারতের প্রতিনিধি পেটাল গেহলট পাকিস্তানকে এক হাত নিয়ে মন্তব্য করলেন, পাকিস্তান হল সেই দেশ, যারা জঙ্গি সরবরাহ

করাকে তাদের বিদেশনীতির অংশ করে তুলেছে। পহেলগাঁও থেকে শুরু করে একাধিক ঘটনায় পাকিস্তানের জঙ্গিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। নয়াদিল্লির কটাক্ষ, ওসামা বিন লাদেনের মতো সন্ত্রাসবাদীকেও আশ্রয় দিয়েছিল পাকিস্তান। গোটা বিশ্বের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে দেশটি। গভীর দুর্ভাগ্যজনক, স্বয়ং পাক প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নেমে পড়েছেন জঙ্গিদের মহিমান্বিত করতে। তাঁর মন্তব্য, কোনও নাটক বা মিথ্যার স্তূপ সত্যকে গোপন করতে পারে না। চাপা দিতে পারে না আসল তথ্যকে।

গেহলট বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে পাকিস্তান কীভাবে সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় ও সমর্থন দিয়ে আসছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, চলতি বছরের শুরুতে জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান একটি পাকিস্তানি-স্পন্সরড সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে রক্ষা করেছিল। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এই সেই পাকিস্তান, যারা ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর বর্বর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট নামের একটি পাকিস্তানি-স্পন্সরড সন্ত্রাসবাদী সংস্থাকে রক্ষা করেছিল। তাদের এই ধরনের মিথ্যাচার করতে সত্যিই কোনও লজ্জা নেই।

বিজয়ের সভায় হুড়োহুড়ি পদপিষ্ট হয়ে মৃত অন্তত ৩৮

তামিলনাড়ু

চেন্নাই: অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় ব্যাপক হুড়োহুড়ি আর বিশৃঙ্খলার পরিণতিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল অন্তত ৩৮ জনের। গুরুতর জখম প্রায় ৬০০ জন। স্থানীয় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন অনেকেই। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। শনিবার রাত ৯টা পর্যন্ত অন্তত ৫০০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার করুরে জনসভা ডেকেছিলেন টিভিকে দলের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়। লাগামছাড়া ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু মানুষ। জ্ঞানও হারান অনেকেই। তারপরেই ঘটে এই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা। মৃতদের মধ্যে কয়েকটি শিশু এবং মহিলাও আছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। জানা গিয়েছে বিজয়ের ভাষণ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে ভাষণ থামিয়ে দেন তিনি।

উত্তর থেকে দক্ষিণ সিসিটিভি

(প্রথম পাতার পর)

ভলান্টিয়াররাও থাকবেন। প্রতিটি ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার থেকে শুরু করে যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা টহলদারি ও নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন। লালবাজারের নির্দেশে দুর্গাপুজো উপলক্ষে খোলা হচ্ছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। সেখানে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের বড় বড় প্যান্ডেলগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হচ্ছে। স্থাপন করা হয়েছে ৬০টিরও বেশি ওয়াচ টাওয়ার।

এবার নজরদারিতে যেমন শহরের অলিগলিতে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, তেমনই ক্যামেরাগুলো যেন ঢাকা না পড়ে তার জন্য ট্রাফিক গার্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। থানা স্তরে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে, ২৪X৭ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম খোলা থাকছে, থাকছে পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথও। অর্থাৎ পঞ্চস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে রাস্তায়। এছাড়া জেলায় পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ তৈরি করা হচ্ছে। এবং ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসারদের নেতৃত্বে পুরো জেলাকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, শিলিগুড়িতে ১১৪টি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, এয়ার ভিউ মোডে কন্ট্রোল রুম চালু থাকছে।

নিউইয়র্কে ইউনুসের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ বাংলাদেশিদের, সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ

নিউইয়র্ক: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহঃ ইউনুস। শুক্রবার তাঁর ভাষণ চলার সময়ই বাইরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বাংলাদেশিরা। রীতিমতো বড়সড় জমায়েত থেকে আওয়াজ ওঠে, ইউনুস পাকিস্তানি। আপনি পাকিস্তানে চলে যান। বিক্ষোভকারীদের কথায় ঝরে পড়ল প্রবল ক্ষোভ। বললেন, আমরা অবৈধ ইউনুস জমানার বিরোধিতা করছি। ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট নিরাপত্তাজনিত কারণে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পরে সংখ্যালঘু

হিন্দু এবং অন্য ধর্মের মানুষের উপর ক্রমাগত নির্যাতন বেড়ে চলেছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ইউনুসের মদতে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে বাংলাদেশে। বহু মানুষ, বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁর ভাষণে ইউনুস দাবি করেন, দলমত নির্বিশেষে, ঐকমত্যের ভিত্তিতেই দেশে গণতন্ত্র এবং প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দিতে দু'দিন আগে যখন সদলবলে নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে নামেন, তখনই বাংলাদেশিদের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। আওয়াজ ওঠে, 'টেররিস্ট, টেররিস্ট', 'গো ব্যাক ইউনুস'। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তা অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা।

■ প্রবাসে পুজোর সুবাস। লন্ডনের বং জংশন, মেতে উঠেছেন বাঙালিরা।

১৮ দিন পর ফের প্রকাশ্যে কেপি শর্মা ওলি

কাঠমান্ডু: সরকার পতনের পরে হদিশই মেলেনি তাঁর। গণরোষ থেকে বাঁচতে কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন তিনি জানা যায়নি তাও। জেন-জির গণ অভ্যুত্থানের ১৮ দিন পরে নেপালের গদিচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি আবার এলেন প্রকাশ্যে। শনিবার ভক্তপুরে তাঁর দল সিপিএন(ইউএমএল)-এর ছাত্র ও যুব সংগঠনের একটি অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, তরুণদের আন্দোলনের ঝড়ে তিনি ক্ষমতা হারালেও সেই তরুণ সমাজের মন পেতেই ফের আসরে নেমেছেন ওলি। আপাতত একটা ছোট মাপের সমাবেশ দিয়েই শুরু জনসংযোগের। বিশেষজ্ঞদের মত অন্তত সেটাই। কিন্তু এতদিন কোথায় ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত ওলি? সূত্রের দাবি, নেপাল সেনার নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ছিলেন তিনি। পরে অস্থায়ী বাসভবনে আশ্রয় নেন ওলি।

মণ্ডপে দর্শনার্থীর ঢল

(প্রথম পাতার পর)

শুরু হয় মহালয়ার পর থেকেই। তৃতীয়া-চতুর্থী পর্যন্ত জেলা ও কলকাতা মিলিয়ে কয়েক হাজার পুজো উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী থাকেন অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। গোটা বাংলা মেতে থাকে উৎসবে আর কালীঘাটের বাড়িতে বিনিদ্র রজনী কাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ঘন ঘন ফোন যায় প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে। আর তিনি বাংলার মানুষের পাহারাদার হয়ে সবটা সামলান নীরবে, যাতে নির্বিঘ্নে উৎসব হয় বাংলায়। সজাগ থাকেন লালবাজার-নবান্নের শীর্ষ কর্তারা। এই সময়টায় পুলিশের ওই 'তোমার ছুটি আমার ছুটি নয়'। পরিবার-পরিজন-সন্তানসন্ততি নিয়ে ঠাকুর দেখতে পথে নামে বাংলা। আর তাদের সামলাতে দিন-রাত রাস্তায় থাকেন পুলিশের সর্বস্তরের অফিসার-কর্মীরা। এরই মাঝে গোসাবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৪২ জন শিশুকে নিয়ে পঞ্চমীর দিন কলকাতার বুকে পুজো পরিক্রমা করল সুন্দরী ট্রাস্ট। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। কলকাতা ৮টি নামকরা পুজোতে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এও এক অন্য ছবি বাংলার-তিলোত্তমার।

আজ রবিবার, মহাষষ্ঠী। জনসমুদ্রে ভাসবে বাংলা। হাওয়া অফিস যতই অষ্টমীতে ঘূর্ণাবর্ত আর নবমী-দশমীতে উত্তর-দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ভারী-মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা শুনিয়ে রাখুক না কেন, বাংলার মানুষের তাতে বয়েই গেছে! বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে কোনও বাধাই বাধা নয়। মা এসেছেন যে! তাঁকে বরণ করে তাঁর সঙ্গে এই ক'টা দিন কাটিয়ে দশমী শেষে উমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে তবেই বাঙালি ক্ষান্ত হবে। তারপরই শুরু হবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রকাশিত হয়েছে প্রাণেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘৯নং সাহিত্য পাড়া লেন’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। গদ্যে-পদ্যে ঠাসা। লিখেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা

পাতায় পাতায় পুজোর গন্ধ

পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। কয়েকটির উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কালি কলম মনন

কয়েক বছরেই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া সংখ্যা। ড. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। প্রবন্ধ বিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনীশ ঘোষের ‘বাংলা নাট্যশালার পিতৃত্বে গৌরবান্বিত গিরিশচন্দ্র’, দিব্যেন্দু ঘোষের ‘বাঙালি আচারে অপরিচিত হুদুড় দুর্গা দেবী, না দানব!’, ড. বিকাশ চক্রবর্তীর ‘পঞ্চকবির ভোজন পর্ব’, মানস চক্রবর্তীর ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ মূল্যবান রচনা। আছে বেশকিছু নিবন্ধ। ড. দীপা দাসের ‘বাংলার পুরনারী, জনজীবন ও লোকসংস্কৃতিচর্চায় কবি নজরুল’, ড. সমুদ্র বসুর ‘বর্ষাকালের দুর্গাপুজো’, মৃদুল শ্রীমানীর ‘একটি নিবিড় পাঠ’, শিবানী মুখার্জি পাণ্ডের ‘সম্পাদকের বিড়ম্বনা’ রাজনীতিতে ড. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলো উৎকৃষ্টমানের। ‘আমার বাবা’ বিভাগে লিখেছেন প্রচেত গুপ্ত, শতরূপা সান্যাল, মানসী মুখোপাধ্যায়। ছোটদের রোগ বিয়োগ এবং ভাল থাকা বিভাগ দুটি প্রয়োজনীয়। সবমিলিয়ে সংগ্রহে রাখার মতো একটি সংখ্যা। প্রচ্ছদশিল্পী অর্ঘ্য চৌধুরী। দাম ২২০ টাকা।

এবং বিকল্প

শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সুতপা ভট্টাচার্যর সম্পাদনায়। নানা রঙের উপন্যাস লিখেছেন নলিনী বেরা, প্রশান্ত মাজী, রাজীব সিংহ, সুকুমার রুজ, শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, সুতপা ভট্টাচার্য, নন্দিতা আচার্য, অলোকপর্ণা। গল্প বুনেছেন অমর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপুল দাস, মন্দার মুখোপাধ্যায়, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, যশোধরা

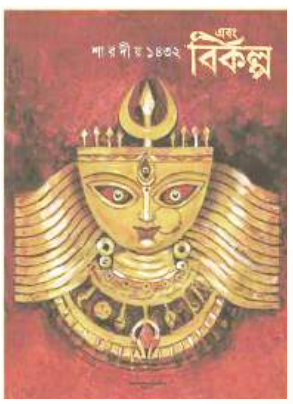

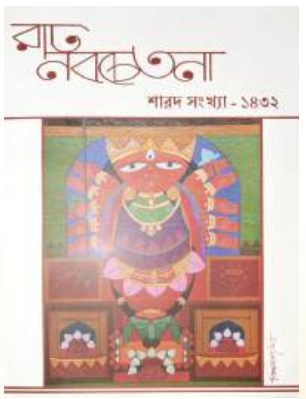

পরিশ্রমলব্ধ লেখা। নানা স্বাদের গল্প উপহার দিয়েছেন সুকুমার রুজ, হেমন্ত জানা, অনিমেষ দত্ত, অভিজিৎ সাহা, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, গৌরব সরকার, শাহ ফারুক আহমেদ প্রমুখ। প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মিত্রের রম্য, কাজরী মজুমদারের নাটক মন ছুঁয়ে গেছে। বসু-নন্দন, অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কবিতা, দেবাশিস চন্দর দুটি কবিতা, শান্তনু ভট্টাচার্যর গুচ্ছ কবিতা পড়তে ভাল লাগে। এছাড়াও কবিতা লিখেছেন তন্ময় চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, কেতকীপ্রসাদ রায়, মানস সরকার, জুলি লাহিড়ী, অরিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। সিনেমায় শ্যামলী আচার্য, স্মরণে মধুরিমা দত্ত চৌধুরী, বিজ্ঞানে ড. উৎপল অধিকারী, ভাল ঘোরায় নিবেদিতা দে, বিশ্ব রায়চৌধুরী, উৎপল ঝা প্রমুখ। স্মৃতিকথা উজাড় করেছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পঙ্কজ সাহা, মনীষা মুরলী নায়ার, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়। সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল পুরকায়স্থের গুচ্ছ কবিতার পাশাপাশি আছে শ্যামলকান্তি দাশ, রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, শংকর চক্রবর্তী, প্রবালকুমার বসু, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, আশিস গিরি প্রমুখের কবিতা। শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে ঋত্বিক ঘটক, গুরু দত্ত, বাদল সরকারের প্রতি। লিখেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ সাহা, গৌতম গুহরায়। প্রবন্ধে পবিত্র সরকারের ‘জাতীয়তার নানাবিন্যাস’, সুমিতা চক্রবর্তীর ‘মেঘনাদবধ কাব্য : দুটি অনুবাদ’, সুশোভন অধিকারীর ‘রবিঠাকুরের আর্টস্কুল’, বিপুল চক্রবর্তীর ‘বাংলা গান এবং বিকল্প ধারা’, ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়ের ‘আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমা থেকে মোফোন ছবি’ মূল্যবান রচনা। নিবন্ধ লিখেছেন কমলেন্দু সরকার, পিউ মহাপাত্র। আছে আরও কিছু বিভাগ। সবমিলিয়ে অনবদ্য। প্রচ্ছদশিল্পী নির্মলেন্দু মণ্ডল। দাম ৩০০ টাকা।

রাঢ় নবচেতনা

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া সংখ্যা। অতনু চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। নানা বিষয়ের প্রবন্ধ-নিবন্ধ উপহার দিয়েছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, তপন মল্লিক চৌধুরী, সুখেন্দু হীরা, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার সাহা, কেকা ঘোষ, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, নিশীথ ষড়ঙ্গী, অন্ত সেন, মধুসূদন দরিপা, পার্থ গোস্বামী, মেঘদূত ভুঁই, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গল্প লিখেছেন ধীরেন কর, ফজলুল হক, তপন মুখোপাধ্যায়, মহামায়া মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। হর্ষময় মণ্ডলের গোয়েন্দা উপন্যাসিকা ‘ভুলের মাসুল’ এক দমে পড়ে ফেলা যায়। কবিতায় মায়াজাল বিস্তার করেছেন মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, অমল কর, অপর্ণা দেওঘরিয়া, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব চক্রবর্তী প্রমুখ। আছে পুস্তক পর্যালোচনা, সংস্কৃতি সংবাদ-সহ আরও কিছু বিভাগ। সবমিলিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি সংখ্যা। প্রচ্ছদশিল্পী বিশ্বরূপ দত্ত। দাম ৩৫০ টাকা।

বৈদেহী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে অলিপা বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া সংখ্যা। প্রবন্ধ-নিবন্ধে রাজীব ঘাঁটীর ‘ঈশ্বর-বিশ্বাস-মানবতা’, নীলেশ নন্দীর ‘দুঃখ জীবনের পরীক্ষা মাত্র’, পুষ্প সাঁতরার ‘দুঃখবোধ’ রীতিমতো ভাবায়। তৈমুর খানের ‘বাংলা কবিতায় মানস কুমার চিনির জগৎ’ যথেষ্ট মনোগ্রাহী। চমকে দেওয়ার মতো গল্প উপহার দিয়েছেন সুনন্দন শিকদার, কৃপাণ মিত্র, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগান্তর মিত্র প্রমুখ। কবিতা লিখেছেন অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি দাশ, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সুধীর দত্ত, জুলি লাহিড়ী, শুভঙ্কর দাস, সুস্মেলী দত্ত প্রমুখ। আছে আরও কিছু বিভাগ। আগাগোড়া রঙিন পত্রিকাটির দাম ১০০ টাকা।

মেটেফুল

পঁচিশ বছরের পত্রিকা। দিলীপ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া সংখ্যা। এই সংখ্যার বরণীয় কবি নীরেন্দু হাজরা, কমল দে শিকদার, অজিত বাইরী, তরুণ মুখোপাধ্যায়। আলোকপাত করা হয়েছে কবি-জীবনের উপর। আছে তাঁদের কবিতাও। এছাড়াও চারটি কবিতা উপহার দিয়েছেন অমল কর, সৌমিত বসু, বিশ্বজিৎ রায়। দুটি কবিতায় সুজিত সরকার, রামকিশোর ভট্টাচার্য, পিনাকী রায়, মুকুল ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত মাজি, অমিত কাশ্যপ, দুর্গাদাস মিদ্যা, ফটিক চৌধুরী, কেতকীপ্রসাদ রায়, গৌতম রায়, শঙ্কর ঘোষ, রঞ্জনা রায়, জুলি লাহিড়ী, বিমল মণ্ডল, সাতকর্ণী ঘোষ এবং একটি কবিতায় শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, অরূপ পান্তী, দেবাশিস ঘোষ, বিপ্লব ঘোষ, উজ্জ্বল মাজি বিশেষভাবে রেখাপাত করেছেন। প্রচ্ছদ মুক্তিরাম মাইতির। দাম ১০০ টাকা।

উড়োজাহাজ

মূলত ছোটদের পত্রিকা। ভাল লাগবে সবার। শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তরুণকান্তি বারিকের সম্পাদনায়। দীর্ঘ কবিতা ‘অপরূপ ছেলেবেলা’ উপহার দিয়েছেন শ্যামলকান্তি দাশ। আছে তিনটি উপন্যাস। লিখেছেন সুশান্ত পাত্র, অমিয় আদক, বুম বোস। ১৬টি জমজমাট গল্প ছড়িয়ে রয়েছে পাতায় পাতায়। সবগুলোই ভাল। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শংকর চক্রবর্তী, রূপক চট্টরাজ, সিদ্ধার্থ সিংহ, অনির্বাণ ঘোষ, হৈমন্তী ভট্টাচার্যর লেখার কথা। ছড়া-কবিতায় মন মাতিয়েছেন অপূর্বকুমার কুণ্ডু, সুনির্মল চক্রবর্তী, চন্দন নাথ, রামচন্দ্র পাল, সুখেন্দু মজুমদার, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, মধুসূদন ঘাটী, আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ আচার্য, মৃণালকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, শ্যামাচরণ কর্মকার, গৌতম হাজরা, নির্মল করণ, স্বপনকুমার বিজলী, দেবব্রত দত্ত, স্বপনকুমার রায় প্রমুখ।

প্রচ্ছদশিল্পী ৬ বছরের ঐশানী দাস। দাম ২৫০ টাকা।

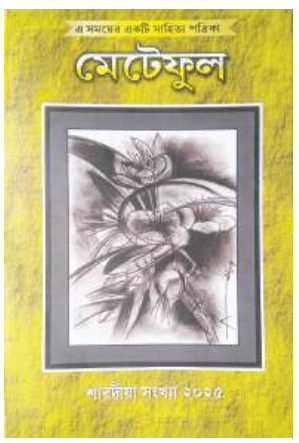

সপরিবারে লন্ডনেই আছেন বিরুষ্কা। সেখানেই এক আবেগঘণ ছবি পোস্ট করলেন বিরাট কোহলি

বিশ্বজয়ী শীতল

গোয়াংজু : বিশ্ব প্যারা তিরন্দাজিতে ঐতিহাসিক সোনা ভারতের শীতল দেবীর। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বের এক নম্বর তিরন্দাজ তুরস্কের ওজনুর কিউরে গির্ডিকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন শীতল। কম্পাউন্ড তিরন্দাজির ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে তুরস্কের প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শীতল জিতেছেন ১৪৬-১৪৩ ফলে। কেরিয়ারে বৃহত্তম জয় ভারতীয় তিরন্দাজের। প্রতিযোগিতায় শীতলই একমাত্র তিরন্দাজ যাঁর দু'টি হাত নেই। পা ও থুতনির সাহায্যে লক্ষ্যে তির ছোঁড়েন তিনি। পাশাপাশি কম্পাউন্ড তিরন্দাজিতে মেয়েদের দলগত বিভাগে রানার্স হয়েছেন শীতল ও সরিতা দেবী। মিক্সড টিম বিভাগেও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন শীতল।

আলভারোর দাপটে মাদ্রিদ ডার্বি অ্যাটলেটিকোর

ফের হার ম্যান ইউয়ের

পেনাল্টিতে এভাবেই ব্রুনোর শট প্রতিহত করলেন ব্রেন্টফোর্ডের গোলরক্ষক। শনিবার।

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে ফের হারের সরণিতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ১-৩ গোলে হেরে প্রবল চাপে ম্যান ইউ। পেনাল্টি মিস করে দলকে ডোবালেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। ঘরের মাঠে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে ব্রেন্টফোর্ড। ৮ মিনিটেই ব্রেন্টফোর্ডকে এগিয়ে দেন ইগর থিয়াগো। ২০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনিই। যদিও ২৬ মিনিটে ব্যবধান কমিয়েছিল ম্যান ইউ। গোলদাতা বেঞ্জামিন সেসকো। বিরতির পর গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল ম্যান ইউ। ৭০ মিনিটে পেনাল্টিও আদায় করে নিয়েছিল তারা। কিন্তু ব্রুনোর নেওয়া পেনাল্টি কিক বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচিয়ে দেন ব্রেন্টফোর্ড গোলকিপার কাওইমহিন কেলাহার।

এর পরেও সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল ম্যান ইউ। কিন্তু কিছুতেই প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভেদ করতে পারছিলেন না ব্রুনোরা। উল্টে সংযুক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিটে ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন মাথিয়াস জেনসেন। এদিনের হারের পর, ৬ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ১৩তম স্থানে নেমে গেল ম্যান ইউ। এদিকে, মাদ্রিদ ডার্বিতে বাজিমাত অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের। শনিবার জুলিয়ান আলভারোর জোড়া গোলে তারা ৫-২ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে। লা লিগায় টানা ছ'ম্যাচ জিতে আকাশে উড়ছিলেন কিলিয়ান এমবাপেরা। তাঁদের মাটিতে টেনে নামাল অ্যাটলেটিকো।

নিরাপত্তার কারণে ইরান যাচ্ছে না মোহনবাগান

ক্যাসে আবেদন, শিল্ডে দল

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ইরানের সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে রবিবার তেহরান যাচ্ছে না মোহনবাগান। ৩০ সেপ্টেম্বর ছিল ম্যাচ। খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ ও অফিসিয়ালদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) দ্বারস্থ হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তবে ক্লাবের বিবৃতিতে ইরান-যাত্রা বাতিল ঘোষণা করা হয়নি। বরং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বিবৃতিতে লিখেছে, "আমাদের খেলোয়াড় ও তাদের পরিবার ইরান সফর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ক্লাব আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে, বিষয়টির যথার্থ সমাধান এবং ক্লাবের স্বার্থরক্ষার জন্য।" অর্থাৎ ম্যাচটি নিয়ে ক্যাসের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে মোহনবাগান। রায় বাগানের বিরুদ্ধে গেলে গতবারের মতোই শাস্তির আশঙ্কা থাকবে।

নিরাপত্তার কারণেই মোহনবাগানের দেশি-বিদেশি সব ফুটবলারই ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইরানে যেতে ইচ্ছুক নন তাঁরা। এর বাইরে নিরাপত্তাজনিত টেকনিক্যাল সমস্যাও ছিল। গতবার ইরানে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সেখানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে যায়নি মোহনবাগান। সবুজ-মেরুনকে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাসিত করেছিল এএফসি। এবার এতটা খারাপ পরিস্থিতি না থাকলেও মোহনবাগান ফুটবলারদের ইরান-যাত্রায় আপত্তি থাকার যথার্থ কারণ রয়েছে। জানা গিয়েছে, তেহরান বিমানবন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত রাস্তা এবং টিম বাসে হোটেল থেকে স্টেডিয়াম যাওয়ার পথে ফুটবলার বা দল কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তার ক্ষতিপূরণের রাস্তা জানা নেই কারও। তাই ফুটবলারদের উপর চাপ দিতে চায়নি ম্যানেজমেন্ট।

শনিবার অনুশীলন শুরুর আগে মাঠেই ফুটবলারদের সঙ্গে মিটিং করেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সিইও। সেখানে ফুটবলাররা জানিয়ে দেন, নিশ্চিত নিরাপত্তা ছাড়া ইরানে খেলতে যেতে ইচ্ছুক নন তাঁরা। তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ইরানে খেলতে এসে মোহনবাগান ফুটবলার বা দলের কেউ কোনও সমস্যার মধ্যে পড়লে তার দায় নেবে না তারা। ফলে কোনও ঝুঁকি নেয়নি ক্লাব। এদিকে, শিল্ড খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব। আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানাল ম্যানেজমেন্ট।

ফের রোনাল্ডোর গোল, জয়ী দল

রিয়াধ, ২৭ সেপ্টেম্বর : গোল করেই চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদির প্রো লিগে আল ইত্তেহাদকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। রিয়ালের দুই প্রাক্তন তারকার দ্বৈরথ ছিল এই ম্যাচের মুখ্য আকর্ষণ। আল নাসেরে রোনাল্ডো এবং ইত্তেহাদের করিম বেঞ্জেমা। ম্যাচ শুরুর আগে দু'দল যখন ওয়ার্ম-আপ করছে, তখনই দেখা গেল রোনাল্ডো ও বেঞ্জেমাকে একে অন্যের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে। তবে মাঠের লড়াইয়ে রোনাল্ডো টেক্কা দিলেন বেঞ্জেমাকে।

শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে, ৯ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। ডান প্রান্ত থেকে ইত্তেহাদের বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন কিংসলে কোমান। বল মাটিতে পড়ার আগেই বাঁ পায়ের অসাধারণ ভলিতে জাল কাঁপান সাদিও মানে। ৩৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনাল্ডো। এই গোলের পিছনে বড় অবদান রয়েছে সাদিও মানের। ডান পায়ে আলতো চিপ তিনি ভাসিয়েছিলেন বক্সে। নিখুঁত হেডে বল জালে জড়ান রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে ৯৪৬টি গোল করে ফেললেন রোনাল্ডো। এক হাজার গোলের মাইলস্টোন স্পর্শ করতে তাঁর চাই আর মাত্র ৫৪টি গোল।

এদিকে, এই জয়ের সুবাদে আল ইত্তেহাদকে টপতে সৌদি প্রো লিগের শীর্ষে উঠে এসেছে আল নাসের। ৪ ম্যাচে রোনাল্ডোদের পয়েন্ট ১২। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইত্তেহাদ।

হ্যারি কেনের ১০০ গোল

মিউনিখ : বুন্দেশলিগায় ছুটছে বায়ার্ন মিউনিখ। ভেরডার ব্রেমেনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে টানা পঞ্চম ম্যাচ জিতেছে বায়ার্ন। আর এই ম্যাচে জোড়া গোল করে বায়ার্নের জার্সিতে ১০০ গোলের মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন হ্যারি কেন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে একটি ক্লাবের হয়ে দ্রুততম ১০০ গোলের নজির গড়েছেন কেন। ভেঙে দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও আর্লিং হালান্ডের রেকর্ড। রোনাল্ডো রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ও হালান্ড ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে ১০৫ ম্যাচে ১০০ গোল করেছিলেন। হ্যারি কেন করলেন ১০৪ ম্যাচে। নতুন রেকর্ড গড়ার পর হ্যারি কেনের বক্তব্য, আমার নিজের কাছেও এই রেকর্ড অবিশ্বাস্য লাগছে। বায়ার্ন মিউনিখের মতো ক্লাবের হয়ে ১০০ গোল করা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। আর এত দ্রুত এটা করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। আশাকরি, বায়ার্নের জার্সিতে গোল করার অভ্যাস বজায় রাখব।

নিয়ম বদলের দাবি জয়সূর্যর

সুপার ওভার

দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর : ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচে সুপার ওভারে দাসুন শনাকার আউট নিয়ে নাটক। সঞ্জু স্যামসনের ছোঁড়া বলে রান আউট হয়েও ক্রিকেটের নিয়মে বেঁচে যান শনাকা। যা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিভ্রান্তি। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে বিষয়টি রীতিমতো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় আম্পায়ারদের। এবার এই বিভ্রান্তি নিয়ে মুখ খুললেন শ্রীলঙ্কার কোচ তথা বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার সনৎ জয়সূর্য।

তিনি বলেছেন, নিয়ম অনুযায়ী পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে। শনাকার বিরুদ্ধে প্রথমে ক্যাচ আউটের আবেদন করা হয়েছিল। সেটাই বিবেচ্য হয়েছিল। তৃতীয় আম্পায়ার সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছে শনাকাকে নট আউট ঘোষণা করে। কারণ ওর ব্যাটে বল লাগেনি। ও রান আউট হওয়ার আগেই বল ডেড হয়ে গিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় আউটের আবেদনের সুযোগই নেই। তবে ক্রিকেটের বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে, সেগুলো স্বচ্ছ বা সরল নয়। সংশ্লিষ্টদের দেখা উচিত, এই নিয়মগুলোকে যেন সংশোধন করা হয়।

একই সঙ্গে ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন জয়সূর্য। তাঁর বক্তব্য, অভিষেক নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও ওকে ফ্রি লাইসেন্স দিয়েছে। এটা খুব জরুরি। এর ফলে অভিষেক চাপমুক্ত হয়ে ব্যাট করছে। যত দিন যাবে, ও আরও অভিজ্ঞ এবং পরিণত হবে। তখন ওকে রোখা আরও কঠিন হবে।

যুব সাফে সেরা ভারত

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব ধরে রাখল যুব ভারত। কলম্বোয় ফাইনালে বাংলাদেশকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফের সাফ জিতল বিবিয়ানোর দল। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ২-২। টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয় ম্যাচের ভাগ্য। সেখানে ৪-১ গোলে বাংলাদেশকে হারিয়ে সাফ খেতাব ধরে রাখল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ৪ মিনিটের মাথায় দাল্লালমুওন গাংতের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ২৫ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। ৩৮ মিনিটে আজলান শাহর গোলে ২-১ এগিয়ে যায় ভারত। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে ঈশান হাবিবের গোলে ২-২ করে বাংলাদেশ। টাইব্রেকারে নিখুঁত শট মেরে বাজিমাত করে ভারত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

28 September, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

পিতৃহারা ওয়েলালাগেকে সান্ত্বনা দিয়ে সমাজ মাধ্যমে প্রশংসিত হলেন সূর্য

সূর্যদের সামনে আজ ট্রফির হাতছানি

ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলব

দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে হারের মুখ থেকে ফিরেছে ভারত। ম্যাচ সুপার ওভারে নিষ্পত্তি হলেও ভারতীয় দল বুঝিয়ে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত লড়াই করে জিতে ফেরা যায়। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া সেরার খেতাব ধরে রাখার লড়াইটাও একইরকম ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেই জিততে চান সূর্যকুমার যাদবরা। আগের দু'টি ম্যাচে পাকিস্তানকে সহজেই হারিয়েছে ভারত। তবে ফাইনাল আলাদা মঞ্চ। জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী ভারত অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন, কোনওরকম ভয়ডর ছাড়া ট্রফি জেতার জন্য শেষ ম্যাচে নিজেদের উজাড় করে দিতে হবে। সূর্য বলেছেন, শ্রীলঙ্কা আমাদের পরীক্ষা নিয়েছে। আমি চেয়েছিলাম দলের প্রত্যেকে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগাক। স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে খেলতে নামুক। কোনওরকম ভয় ছাড়াই। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, ফাইনালে একই মানসিকতা নিয়ে আরও ভাল ক্রিকেট খেলব আমরা। শেষ ম্যাচে নিজেদের উজাড় করে দিতে হবে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ জিতে ওঠার পর শনিবার গোটা দিন বিশ্রাম নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। যাতে ফাইনালের জন্য তরতাজা হয়ে ওঠে সবাই। সূর্য বলেন, কয়েকজনের পেশিতে টান লেগেছে। একটা দিন বিশ্রাম পেলে ঠিক হয়ে যাবে। তরতাজা হয়েই ফাইনাল খেলতে নামব। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ওভারে অর্শদীপ সিংয়ের বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন সূর্য। বুমরা ফিরবেন ফাইনালে। অর্শদীপ কি খেলবেন? খোলসা করেননি ভারত অধিনায়ক। সূর্য বললেন, এর আগে বহুবার অর্শদীপ কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে জিতিয়েছে। আমি শুধু ওকে বলেছিলাম, নিজের পরিকল্পনায় ভরসা রাখো। শেষ ওভারে ওর হাতে বল তুলে দেওয়ার ব্যাপারে একটুও ভাবতে হয়নি।

ফটোশুটে রাজি হলেন না ভারত অধিনায়ক

হার্দিকের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা। বোলিং কোচ মর্কেলের দাবি, পেশিতে টান ধরেছে।

দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর : শ্রীলঙ্কাকে সুপার ওভারে হারিয়ে ভারতীয় দল যখন টিম বাসে উঠব-উঠব করছে, তখন দুবাইয়ে মধ্যরাত। কিন্তু অত রাতেও একদল কচিকাঁচাকে দাঁড়িয়ে তাতে দেখে অবাক হয়ে যান ভারতীয় ক্রিকেটাররা। শুভমন, বুমরারা ওদের দেখে এক-এক করে হাত নেড়ে উঠে যান বাসে। কিন্তু অধিনায়ক সূর্য ধৈর্য নিয়ে সবাইকে হাসি মুখে অটোগ্রাফ দিয়ে গেলেন।

সূর্য এভাবে খুদেদের মন রাখায় সবাই খুশি। কিন্তু খুশি বোধহয় আরও বেশি হওয়া যেত যদি তিনি রানের মধ্যে থাকতেন। এশিয়া কাপে একদমই ছন্দে নেই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ব্যাটার। অনেকে বলছেন দুবাইয়ের স্লো টার্নার উইকেটের সঙ্গে সূর্য মানিয়ে নিতে পারছেন না। তাঁর আনঅর্থোডক্স স্ট্রোক প্লে কাজ করছে না। কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচে সূর্যর ব্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে চাপের ম্যাচ বলে।

চাপ আরও বেড়েছে হার্দিক পান্ডিয়া ও অভিষেক শর্মার চোটের জন্য। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে এক ওভার বল করে উঠে যান হার্দিক। আর ফিরে আসেননি। ইনিংসের ৯.২ ওভারে বেরিয়ে যান অভিষেকও। তিনিও আর ফিল্ডিংয়ে নামেননি। বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল জানিয়েছেন দু'জনেরই পেশিতে টান ধরেছে। অভিষেক নিয়ে বেশি চিন্তা না থাকলেও হার্দিকের জন্য চিন্তা আছে। তাঁকে সকাল পযর্ন্ত দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এশিয়া কাপের সূচি এমন যে প্লেয়াররা বিশ্রাম পাচ্ছেন না। এত গরমে ম্যাচের পরই আইস বাথ নিতে হচ্ছে ক্লান্তি দূর করতে। মর্কেল বলেছেন, শ্রীলঙ্কা ম্যাচ খেলে একদিনের মধ্যে আবার মাঠে নামতে হবে বলে ক্রিকেটারদের উপর চাপ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সূর্যরা যাতে ক্লান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন সেটা দেখা হচ্ছে। এই কারণেই শনিবার প্র্যাকটিসের পাট রাখেনি টিম ম্যানেজমেন্ট।

পাকিস্তান এখন ভারতের সামনে পড়লেই হারছে। কিন্তু তাতেও রউফ-ফারহানদের গলাবাজি থামছে না। মাঠে দাঁড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করেছেন। কিন্তু দিনের শেষে হেরেই ড্রেসিংরুমে ফিরছেন। এরমধ্যে আবার সূর্য বলে দিয়েছেন ১৩-০ হয়ে যাওয়ার পর এটা আর লড়াই নেই। কথাটা খুব বিঁধেছে সলমন আঘাদের গায়ে। রবিবার আবার ওরা তেড়েফুঁড়ে নামবেন জয়ের জন্য। কিন্তু লড়াইটা ১৪-০ করার!

পাকিস্তানের একমাত্র ভরসা শাহিন আফ্রিদির ফর্ম। যেটা ফেরত এসেছে। অভিষেকের সঙ্গে তাঁর লড়াই কিন্তু জমতে পারে। তবে বাকি পাক বোলিং এত সাদামাটা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে কিছু থাকছে না। দুবাইয়ের উইকেটে স্পিনাররা সুবিধা পাচ্ছেন। ভারত বা শ্রীলঙ্কার বোলাররা সেটা দেখিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানের হাতে তেমন কোনও স্পিনার নেই। তাই উইকেটের কোনও সুবিধা তারা নিতে পারছে না।

রবিবারের ফাইনালে বুমরা ফেরত আসবেন। হর্ষিত রানা চার ওভারে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলার পর তাঁকে আর পাক ম্যাচে খেলানোর ঝুঁকি নেওয়া হবে না। শ্রীলঙ্কার নিশঙ্কা অবশ্য ভারতীয় বোলিংকে নিয়েই ছেলেখেলা করেছেন। মর্কেল মেনে নিয়েছেন প্রথম দশ ওভারে বোলিং ভাল হচ্ছে না। কিন্তু তার থেকেও বেশি চিন্তা ফিল্ডিং। এত ক্যাচ সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় দল ফেলেনি।

পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন না সূর্যরা। কিন্তু রবিবারের ফাইনালের পর ছবিটা কেমন দাঁড়াবে সেদিকে কৌতূহল রয়েছে অনেকের। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান কর্তা হিসাবে পিসিবির মহসিন নকভিই ট্রফি দেবেন কি না এই লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়নি। তিনি ট্রফি দিতে এলে সূর্যরা মঞ্চে উঠবেন কি না সেটা একটা বড় প্রশ্ন। ফলে ফাইনালের পরও জমজমাট থাকবে দুবাই স্টেডিয়াম।

শাহিনদের স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে : আক্রম

অধিনায়কের ব্যাটে রান চান গাভাসকর

দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ ফাইনালে এই প্রথমবার মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যেই দু'বার ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। হারের হ্যাটট্রিক দেখতে চান না ওয়াসিম আক্রম। শাহিন আফ্রিদিদের উদ্দেশে তাঁর টিপস, মাঠে নেমে স্মার্ট ক্রিকেট খেলো।

এদিকে, সুনীল গাভাসকর আবার রবিবাসরীয় ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে রান চান। একই সঙ্গে কিংবদন্তি ওপেনার সাফ জানাচ্ছেন, ফাইনালে অভিষেক শর্মা ব্যর্থ হলেও, চিন্তার কিছু নেই। বাকিরা সেই ব্যর্থতা পূরণ করে দেবে।

আক্রম বলেছেন, এশিয়া কাপ ফাইনালে অবশ্যই ফেভারিট ভারত। তবে ক্রিকেটে সব কিছুই সম্ভব। পাকিস্তানকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে মাঠে নামতে হবে। স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে। সবথেকে বড় কথা, মোমেন্টাম ধরে রাখতে হবে। শাহিন আফ্রিদিরা যদি শুরুতেই উইকেট তুলে নিতে পারে, তাহলে ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে পারে। আশা করি, সেরা দলই জিতবে।

এবারের এশিয়া কাপে দারুণ ফর্মে রয়েছেন অভিষেক। ৬ ম্যাচে ৩টি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ৩০৯ রান করেছেন ভারতীয় ওপেনার। স্ট্রাইক রেট ২০৪.৬৩! কিন্তু ফাইনালে অভিষেক ব্যর্থ হলে কী হবে? গাভাসকরের বক্তব্য, অভিষেক তিনটে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। ফাইনালে হয়তো সেঞ্চুরি করবে। তবে ও রান না পেলেও চিন্তার কোনও কারণ নেই। কারণ শুভমন গিল, সূর্যকুমার, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসনরা রয়েছে।

সানির সংযোজন, এশিয়া কাপে সূর্য এখনও পর্যন্ত বড় রান করতে পারেনি। তবে ও ক্লাস প্লেয়ার। আমি ফাইনালে ওর ব্যাটে রান দেখতে চাই। সূর্যকে আমার পরামর্শ, ক্রিজে গিয়ে তিন-চারটে বল ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলো। পিচের বাউন্স ও গতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পরেই হাত খুলে খেলো।

হ্যান্ডশেক ছাড়া ম্যাচ দেখিনি, তোপ আঘার

বাবরকে চেয়েও পেল না পাকিস্তান

দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর : ২০০৭ থেকে ক্রিকেট খেলছি। কখনও হ্যান্ডশেক ছাড়া ক্রিকেট ম্যাচ দেখিনি। অনেক খারাপ সময়েও এটা কিন্তু ক্রিকেট থেকে বাদ পড়েনি। ফাইনালের আগে এভাবেই তোপ দাগলেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমন আঘা। তিনি পরিষ্কার জানালেন, মাঠে তাঁর সতীর্থরা তাঁদের মতো করেই আবেগ দেখাবেন। এটা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এছাড়া ফাইনাল নিয়ে পাক অধিনায়কের বক্তব্য, ভারত আগের দুই ম্যাচ জিতেছে কারণ, তারা কম ভুল করেছে। রবিবারের ম্যাচ নিয়ে আঘা আশাবাদীই। এদিকে, এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে দু'বার হারের পর ফাইনালের আগে বাবর আজমকে উড়িয়ে আনতে চেয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেই মর্মে আবেদনও করা হয়েছিল টুর্নামেন্টের আয়োজক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছে। কিন্তু পিসিবির সেই আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে দেওয়া হয়। আয়োজকদের তরফ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত স্কোয়াডে থাকা কোনও ক্রিকেটার চোট পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্ত হিসাবে কারও নাম নথিভুক্ত করা যাবে না। এমনটাই দাবি পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের। প্রসঙ্গত, বাবর শেষবার দেশের হয়ে টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে। তাঁকে এবং আরেক অভিজ্ঞ তারকা মহম্মদ রিজওয়ানকে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল টি-২০ দল থেকে। কিন্তু এশিয়া কাপের পর বাবর এবং রিজওয়ানের প্রত্যাবর্তন কার্যত নিশ্চিত।

রবিবার
28 September, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বছরভরের অপেক্ষার অবসান। কৈলাস ছেড়ে দেবী দুর্গা মর্ত্যে আসছেন। কে তিনি? দেবীর উৎপত্তিই বা কীভাবে? পৌরাণিক ইতিহাস কী বলছে? দেবী দুর্গার নামের অর্থ কী? তাঁর আরাধনার নিয়মরীতি কী? লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িণী মা দুর্গার পৌরাণিক ইতিহাস

দেবী দুর্গার উৎপত্তি

পৌরাণিক মতে সমস্ত দেবতাদের তৈরি-করা শক্তির রূপ হলেন দেবী দুর্গা।

দেবী দুর্গার উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দেবী ভগবত পুরাণে বর্ণিত কাহিনি।

সেই অনুসারে, অসুর হিরণ্যাক্ষের পুত্র রুরুর বংশধর দুর্গম সমুদ্রমন্থনকালীন অসুরদের বঞ্চনা তথা তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কামনায় ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করেন। সেই কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মার কাছে তিনি এই বর প্রার্থনা করেন যে তিনি কোনও পুরুষের দ্বারা নিহত হবেন না। তাঁকে শুধুমাত্র এমন এক নারী বধ করতে পারবেন যিনি অনাবদ্ধকে আবদ্ধ করতে পটীয়সী। ধীরে ধীরে এই বরে বলীয়ান হয়ে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারিয়েছিলেন।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অন্য দেবতারা একত্রিত হয়ে এক পরমাসুন্দরী দিব্য মূর্তির আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন।

কথিত আছে, মহাদেবের তেজে সৃষ্টি হয়েছিল দেবী দুর্গার মুখ, বিষ্ণুর তেজে দশটি বাহু, চন্দ্রের তেজে দুটি স্তন, ইন্দ্রের তেজে কোমর, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে আঙুল, কুবেরের তেজে নাক, প্রজাপতির তেজে দাঁত, সন্ধ্যার তেজে দুই ভুরু ও পবনের তেজে দুই কান।

দেবী দুর্গা আবির্ভূত হওয়ার পর তিনি স্বয়ং আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন।

'আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্ব দেবতারূপে বিচরণ করি।

আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধারণ করি।'

এই দেবী মহিষাসুরকে যুদ্ধে আবাহন করে প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে মহিষাসুরকে বধ করেন। এছাড়া মধুকৈটভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অসুরদেরকেও পরাজিত করেন। এছাড়াও রক্তবীজ, চণ্ড, মুণ্ড, ধূম্রলোচন-সহ মোট ন-জন অসুরকে মা দুর্গা বধ করেছিলেন।

পৌরাণিক বর্ণনা

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য সর্বহারা হয়ে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে বনবাসী হন। বনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে এক মুনির দেখা হয়, মেধা মুনি নামে ওই ঋষি সব শোনার পর তাঁদের বলেন, বিশ্বসংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুর যে মহামায়া শক্তি তারই প্রভাবে এইরকম হয়। সেই মহামায়া প্রসন্ন এবং বরদা হলে মানবের মুক্তি লাভ হয়।

মুনির উপদেশ পেয়ে সুরথ ও সমাধি মাটির প্রতিমা গড়ে তিন বছর কঠোর তপস্যার পর দেবীকে তুষ্ট করেন। দেবী তাঁদের দেখা দেন এবং মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

পরবর্তীকালে বসন্তকালকে দুর্গাপুজোর উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে বাসন্তী পুজোর প্রচলন করেন।

রামায়ণ অনুসারে, শারদীয়া দুর্গাপুজো বা অকালবোধনের সূচনা করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র। তিনি রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য লঙ্কায় যাওয়ার আগে অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গা দেবীর পুজো করেন। রামচন্দ্রের দুর্লভ আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বর দান করেন।

দেবীর দশ হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, সুদর্শন চক্র, ধনুর্বাণ শক্তি, খেটক, পূর্ণচাপ, নাকতলা, অংকুশ ও পরশু— এই ধরনের অস্ত্র দেখা যায় বলে তিনি দশপ্রহরণধারিণী।

কথিত আছে, দেবী দুর্গা নির্গুণ অবস্থায় জগৎসংসারে বিরাজ করেন। তাঁর কখনওই জন্ম হয়নি। তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন।

জয় দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী, কালী, গৌরী, উমা, মহা দুর্গা, অগ্নি দুর্গা, শূলিনী দুর্গা, সিন্ধু দুর্গা, মূলা দুর্গা, মহামায়া, মহিষমর্দিনী, চামুণ্ডা প্রভৃতি নামে ও রূপে পূজিতা হন।

তিনি হলেন মহাবিদ্যা, আদ্যা শক্তি, পরমেশ্বরী মহামায়া। তিনি পরমা প্রকৃতি। তিনি দুর্গতি বা সংকট থেকে রক্ষা করেন।

তিনি দেবী পার্বতীর আরেক রূপ।

কথিত আছে, তাঁর বাহুসংখ্যা অনেক।

পৌরাণিক বর্ণনা হিসেবে আবার দেবী দুর্গা সহস্রভুজা, ত্রিংশতিভুজা, বিংশতিভুজা, অষ্টাদশভুজা, ষোড়শভুজা, দশভুজা, অষ্টাদশভুজা ও চতুর্ভুজাও হতে পারেন।

সনাতন ধর্মে দেবী দুর্গা সৃষ্টির আদি কারণ।

তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রী, পার্বতীর উগ্র রূপ। কার্তিক ও গণেশের জননী এবং কালীর অপর রূপ।

শাক্তমতে, দেবী দুর্গা সর্বোচ্চা আরাধ্যা দেবী।

বৈষ্ণব মতে তাঁকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত মায়া হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

আবার শৈবমতে দুর্গা মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী পার্বতী।

তিনি চণ্ডিকা, যোগমায়া, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, মহিষাসুর সংহন্ত্রী, নারায়ণী, মহামায়া, কাত্যায়নী, দাক্ষায়ণী, অদ্রিজা, নগনন্দিনী, সিংহবাহিনী, সারদা, আনন্দময়ী নামেও পরিচিতা।

রামচন্দ্রের অকালবোধনের পর দুর্গাপুজো কিন্তু কখনও বন্ধ হয়নি।

কখনও শরৎকালে তো কখনও বসন্তকালে, দেবী মা কিন্তু নিয়মিত পূজিতা হয়েছেন।

কুষাণ যুগের প্রাপ্ত মূর্তিদের মধ্যে মাতৃমূর্তির স্পষ্ট আদল দেখা যায়। দ্বিভুজা মা মোষের পিঠে বসে তাকে বধ করছেন।

গুপ্ত যুগের একাধিক পাঞ্জায় বা মাতৃকাশীলে মায়ের দশভুজা আয়ুধহস্তা অর্থাৎ অস্ত্র হাতে মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

পাল যুগেও আমরা একাধিক এমন দেবী মূর্তি পাই যেখানে মা পূর্ণ অবয়বে অবস্থান করছেন। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র। তিনি সিংহারুঢ় এবং মহিষাসুরকে বধ করছেন।

কথিত আছে, অষ্টমী তিথিতে মায়ের বিরাষ্টমী পুজো অর্থাৎ অস্ত্র পুজো করে তবেই রাজা দশমী শেষে অপরাজিতা পুজোর পর যুদ্ধযাত্রায় বের হতেন।

পাল-সেন যুগ আক্ষরিক অর্থে বাংলার এক অন্যতম স্বর্ণযুগ। বল্লাল সেন নিজের হাতে ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবী ঢাকেশ্বরী দশম যা মা দুর্গা ঢাকেশ্বরীর নামেই ঢাকার নামকরণ।

নিজক্ষত্র বরেন্দ্রভূমে বল্লাল সেন স্থাপন করেন মাতা গৌড়চণ্ডীকে।

এসব তথ্যের সঙ্গে কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মত অনুযায়ী, মহাদেবী দুর্গা শক্তির বিকাশ আনুমানিক চতুর্থ থেকে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে রচিত মার্কেণ্ডেয় পুরাণ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে।

তবে সূত্রপাত হয় মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ দেবী পুরাণ ভাগবত ও বাসনপুরাণ, মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীষ্মপর্বেও দুর্গাস্তব আছে।

ভীষ্মপর্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অর্জুন দেবী দুর্গার স্তবপাঠ করেন।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশে দেবকীর গর্ভে দুর্গার জন্মানোর বৃত্তান্ত রয়েছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে, তিনি জগৎবালিকা আদ্যাশক্তি ও সনাতনী।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত দুর্গা সপ্তসতীতে রয়েছে দেবীর শাশ্বত অভয়বার্তা। যখনই দানবেরা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে সুষ্ঠু পরিচালনায় বাধা দেবে, অশুভ শক্তি জাগ্রত হবে তখনই তিনি অভয়দাত্রী রূপে অবতীর্ণ হবেন। শত্রু সংহার করবেন অসুরবিনাশিনী দেবী মা।

ভগবতীর এই অসুরবিনাশলীলার বর্ণনা রয়েছে দুর্গা সপ্তসতীর তেরোটি অধ্যায় জুড়ে। তাঁর নানা অবতার মূর্তির দৃশ্য রূপের বর্ণনা রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপসংহার অংশে যার নাম রহস্যত্রয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে দেবী তাঁর ভবিষ্য অবতারদের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উপদেশ দিয়েছেন।

আঠাশসংখ্যক চতুর্যুগের পর তিনি আসবেন নন্দপুত্রী রূপে। তাঁর নাম হবে সুনন্দা। বিন্ধ পর্বতে ঘটবে দেবীর অসুর বিনাশ লীলা। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

১৭
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

28 September, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

ভিন্ন দুর্গা অন্য পুজো

দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপই বহুল প্রচলিত। তবে কিছু জায়গায় দেখা যায় ভিন্ন রূপ। তিনি অধিষ্ঠান করছেন রাবণের কাঁধে। কোথাও দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী। আবার কোথাও দেখা যায় স্থান পরিবর্তন করেছেন কার্তিক-গণেশ। দেবীর সঙ্গে জয়া-বিজয়াও পূজিতা হন কিছু জায়গায়। দেখা যায় অন্যরকমের পুজোও, যেখানে পৌরোহিত্য করেন মুসলমান পরিবারের সদস্যরা। এমনই কিছু পুজোর সন্ধান দিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

দুর্গার পাশে জয়া-বিজয়া

দুর্গার পাশে জয়া-বিজয়া

জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে মা দুর্গার সঙ্গে পূজিতা হন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। তাঁরা মূলত শান্তির প্রতীক হিসেবেই প্রত্যেক বছর পূজিতা হয়ে থাকেন। জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের পুজো ৫০০ বছরের বেশি পুরনো। কথিত আছে, ১৫১০ সালে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজ পরিবারের দুই ভাই বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। সেইসময় রায়কত বংশের রাজধানী ছিল অবিভক্ত বাংলার সুবর্ণপুরে। সেখানেই পুজো চালু হয়। পরে জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর পাড়ে স্থানান্তরিত হয় পুজোটি। তারপর থেকেই জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে পুরনো রীতি মেনেই আজও পুজো হয়ে আসছে। মা এখানে কনক দুর্গা রূপে পরিচিত। মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, এমনকি সিংহ ও বাঘ থাকে। বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের বিগ্রহ বৈকুণ্ঠনাথ। তাই শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেই কাঠামো পুজো হয়। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। ওইদিন আয়োজন করা হয় নন্দ উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী কাদা খেলার। রাজপরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে পূর্ণ নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে হয় দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা। কাদা খেলার মাটি রেখে দেওয়া হয়। পরে সেই কাদা দিয়েই বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়, যা উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন। এখানে কালিকাপুরাণ মতে দেবী দুর্গার পুজো হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে। মহালয়ার দিন মন্দিরে মা কালীর পুজো হয়। সেদিনই মা দুর্গার চোখ আঁকা হয়। অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তির সঙ্গেই উমার প্রতিমারও চোখ আঁকা হয়। সেদিন মাকে প্রথমে পরানো হয় সুতির শাড়ি। পরে বেনারসি শাড়িতে সাজিয়ে তোলা হয়। আগে অসম ও কলকাতা থেকে কাপড় আসত। এবার কলকাতা থেকেই মায়ের মূর্তির কাপড় আসে। কার্তিক-গণেশ-সহ বাকিদের কাপড় এবং ঘটের কাপড় আসে অসম থেকে। বাংলাদেশ থেকে আসে চাঁদোয়া। সোনার দুর্গা নিত্য পূজিতা। প্রতিপদ থেকেই দুর্গাপুজো শুরু। পুজোর চারদিনই উমাকে আমিষ ভোগ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এখনও তেমনটাই হয়ে আসছে। সপ্তমী থেকে দশমী পাঁচ রকমের ভাজা ও মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। ভোগে থাকে পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, ইলিশ মাছ, বোয়াল মাছ, চিতল মাছ। দশমীর দিন দুর্গাকে ভোগে ইলিশ মাছ, কচু শাক, পান্তাভাত থেকে শাপলা দেওয়া হয়। শোনা যায়, একসময়ে এই রাজবাড়িতে নরবলির চল ছিল। তবে যুগের সঙ্গে সেই নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। এখনও অর্ধরাত্রে রাজবাড়ির পুজোয় বলি প্রথা রয়েছে। চালের গুঁড়োর মণ্ড বানিয়ে কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয়। সেই সময় ঘিরে দেওয়া হয় পুজো মণ্ডপ। রাজপরিবারের সদস্য ছাড়া কাউকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

রাবণের কাঁধে দুর্গা

রাবণের কাঁধে দুর্গা

দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপই বহুল প্রচলিত। তবে এমন মূর্তিও আছে, যেখানে মহিষাসুরমর্দিনী নন, তিনি অধিষ্ঠান করছেন দশানন রাবণের কাঁধে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার বেতালন গ্রামের পাকড়ে পরিবারের পুজোয় এমনই মূর্তি দেখা যায়। দেবীর স্বপ্নাদেশে নির্মিত এই দুর্গামূর্তি একেবারেই ভিন্ন। প্রায় ৩৫০ বছরের প্রাচীন এই পুজোয় দেবীর সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। থাকেন না গণেশ-কার্তিক। কীভাবে সূচনা হয়েছিল? জানা যায়, এর পিছনে রয়েছে সাগর সর্দার নামে এক মৎস্যজীবী। বল্লুকার দহে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। নদীর মাঝখানে, সামানে স্থলরেখা পরিবেষ্টিত বল্লুকাদহ। দারুণ স্রোত এবং নির্জন। সাহস দেখাতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি তলিয়ে যান। আর ফিরে আসেননি। দহে জাল দিয়েও দেহ পাওয়া যায়নি। তাই অপঘাত মৃত্যু ধরে নিয়ে তিন দিনে শ্রাদ্ধের কাজ সারা হচ্ছিল। ছেলেরা আঙুলে কুশাঙ্গুরীয় পরতে যাবেন, এমন সময়ে পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে আসতে দেখা যায় সাগর সর্দারকে। এসে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে তিনি শোনান নিজের কাহিনি। বলেন, তিনি জলে ডুবে গিয়েছিলেন। সেখানেই পাতালে সুন্দরী এক নারীর দেখা পান। সেই নারী আর কেউ নন, সাক্ষাৎ মা মহামায়া। মহামায়া সাগরকে দর্শন দিয়ে বলেন, পার্শ্ববর্তী বেতলন গ্রাম থেকে প্রতিমার কাঠামো তুলে এনে তাতে মাটি দিয়ে অবয়ব গড়ে পুজো করতে। সাগর সর্দার ছুটে গিয়েছিলেন মায়ের সেই কাঠামো তুলে আনতে। সমস্যা হল, মায়ের মূর্তি গড়া হয়। কিন্তু যতবারই মহিষাসুরের গায়ে মাটি দেওয়া হয়, ততবার সেই মাটি খসে পড়ে। সাগর সর্দার আকুল হয়ে পড়েন। যে পুকুরপাড় থেকে তিনি মাটি তুলে নিয়ে আসেন, সেখানেই আর একটি বার যাওয়ার নির্দেশ পান। সেই রাতেই সাগর সর্দার দর্শন পেলেন অপরূপা এবং আশ্চর্য সেই মাতৃমূর্তির। দশানন এক অসুরের কাঁধে উপবিষ্টা দেবী মা। মা-ই সাগরের ভুল ভাঙান। এই দশানন অসুর নন, স্বয়ং রাবণ। পুকুর থেকে তুলে আনা মাটি দিয়ে সাগর কাঠামোয় গড়ে তুললেন রাবণের দশানন মূর্তি। রাবণের কাঁধে উপবিষ্টা হয়ে মা পুজো নিলেন। সেইভাবে মূর্তি গড়ে আজও পুজো চলছে।

ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা

ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা

দেবী দুর্গা মূলত সিংহবাহিনী। তবে ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গাও কিন্তু দেখা যায়। বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোয়। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই পুজো। এখানে দেবী সিংহবাহিনী নন, ব্যাঘ্রবাহিনী। আজ জমিদারি নেই। জাঁকজমকে জেল্লা কিছুটা কমেছে। কিন্তু আজও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজোয় নিষ্ঠা দেখা যায়। জানা গেছে, ১৮০৫ সালে এক নীলকর সাহেবের দান করা সম্পত্তির অর্থে এই জমিদারির সূচনা করেছিলেন রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই সূচনা করেন দুর্গাপুজোর। তবে, আর দশটা প্রতিমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের দুর্গামূর্তি। রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো শুরু করার সময় দেবী মূর্তিতে বিশেষত্ব চেয়েছিলেন। তাই চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনা অনুযায়ী, দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী নন, ব্যাঘ্রবাহিনী। এখানে প্রতিমার মুখ ছাঁচে ফেলে তৈরি হয় না। বংশপরম্পরার প্রতিমা শিল্পী হাতে তৈরি করেন দেবীর মুখ।

দুর্গার বাঁ-পাশে গণেশ

হুগলির ভদ্রেশ্বরের চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো বহু প্রাচীন। প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, মা দুর্গার ডানদিকের পরিবর্তে বাঁ-পাশে থাকেন গণেশ। জানা গেছে, সিপাহি বিদ্রোহের আগে থেকেই এই দুর্গাপুজোর প্রচলন ছিল। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে হুগলিতে বসতি স্থাপনে চলে আসে চক্রবর্তী পরিবার। বাড়ির পুরুষরাই প্রথা মেনে এই হোম যজ্ঞ ও বলিদান করেন। ইংরেজ আমলে পূর্ববঙ্গে এই পরিবারের প্রভাত চন্দ্র পাটকলগুলিতে কাঁচা পাটের রফতানি করতেন। তা থেকেই প্রতিপত্তি বাড়ে। (এরপর ১৮ পাতায়)

রবিবার
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 September, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

ভিন্ন দুর্গা অন্য পুজো

(১৭ পাতার পর)

কিন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। সেই জন্য প্রভাত চন্দ্রের বংশধররা ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যবসা অব্যাহত রাখতে হুগলি নদীর গঙ্গার ধারে জুটমিল এলাকায় ভদ্রেশ্বরে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু পাটের ব্যবসা স্থায়ী হয়নি। গণেশ কেন বাঁদিকে। কার্তিক ও গণেশের দিক পরিবর্তনের কারণ কী? হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী, গণেশের আগে পুজো হয়, তাই দুর্গার বাঁ-দিকে সিদ্ধিদাতাকে রাখা হয়। চণ্ডীর ঘটের পাশেই থাকেন গণেশ। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই পরিবারের দুর্গাপুজো হয় ২২টি ঘটে। ঘটের উপর শুকনো নারকেল ও কলার ছড়া দেওয়া হয়। অন্নভোগের প্রচলন রয়েছে। আগে পশুবলির নিয়ম ছিল। কিন্তু বর্তমানে চালকুমড়ো ও আখ বলি হয়। এই পুজোয় একটি বিশেষ বলি হয়, তা হল শত্রু বলি। চালের গুঁড়ি দিয়ে কচুপাতা মুড়ে বলি দেওয়া হয়। এর জন্য বিশেষ মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই প্রথা পরিবারের পুরুষরাই করে থাকেন। এরপর সেই কচুপাতা পা-দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। পরিবারের নিজস্ব পুঁথি রয়েছে। সেই পুঁথি মেনেই হোম, যজ্ঞ হয়ে আসছে।

দুর্গার বাঁ-পাশে গণেশ

মুসলমানদের দুর্গাপুজো

বাংলা পেরিয়ে এবার যাওয়া যাক অন্য রাজ্যে। রাজস্থানের যোধপুরে। যোধপুর একটা সময় ছিল রাজার অধীন। এখানকার বেশ কিছুটা অংশ মরুভূমি। ভোপালগড় এমনই মরু অঞ্চল। আছে ছোট ছোট পাহাড়। বাগোরিয়া এমনই মরু-পাহাড়ের গ্রাম। এখানে পাহাড়ের উপরে আছে দেবী দুর্গার মন্দির। সমস্ত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে নিত্য পুজো হয়। নবরাত্রিতে হয় বিশেষ পুজো। তবে এখানকার পুজো অন্য রকমের। দেখা যায় সম্প্রীতির ছবি। প্রায় ৬০০ বছরের পুরনো এই দুর্গা মন্দিরে পৌরোহিত্য করেন মুসলমান পরিবারের সদস্যরা। জামালুদ্দিন খান ওই পরিবারের একজন। বর্তমান পুরোহিত। বাগোরিয়া ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর মতো সম্মান আর কেউ পান না। কারণ, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছাড়াও কয়েকবছর আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মসজিদের নামাজ পড়ানোর কারী সাহেব। বয়সের ভারে প্রতিদিন ৪০০ পাহাড়ি সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে যাওয়া-আসা সম্ভব হয় না বলে মসজিদের দায়িত্ব ছেড়েছেন। মন্দিরেই থাকেন। নিত্যপুজো তাঁর দায়িত্ব। তাঁর ছেলে মেহরুদ্দিনও পুজোপাঠ শিখে নিয়েছেন। মা দুর্গার প্রতি এই বংশের সকলেরই অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা। একটা সময় সিন্ধের বাসিন্দা ছিল এই মুসলমান পরিবার। ছয় শতাব্দী আগে ভয়ঙ্কর খরার কারণে সিন্ধ ছেড়ে পরিবারটি উটের পিঠে যাবতীয় সম্পদ চাপিয়ে মধ্য ভারতের কোনও বাসযোগ্য স্থানের খোঁজে রওনা হন। একদিন হঠাৎ দুটো উটের পা ভেঙে গেলে তাঁরা মরুভূমিতেই দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। কয়েকটা দিন খাবার আর পানীয় জলের অভাবে গোটা পরিবারই প্রায় মৃত্যুমুখে পড়েন। তখনই রাতেরবেলা পরিবারের এক সদস্য স্বপ্নে দেখেন মা দুর্গাকে। দেবীই এক জায়গায় পানীয় জলের ধাপ কুয়ো বা স্টেপ ওয়েলের সন্ধান দিলেন। বলে দিলেন পথও। আর বললেন, সেই কুয়োর নিচে তাঁর একটি মূর্তি আছে। সেটাকে উদ্ধার করে তাঁরা যেন পুজোর ব্যবস্থা করেন। পরদিন পথনির্দেশ মেনে সেই ধাপ কুয়ো পাওয়া যায়। জল পেয়ে প্রাণ বাঁচে সকলের। মূর্তিও উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই মায়ের পুজোর ব্যবস্থা হবে। ধীরে ধীরে তাঁরা মন্দির গড়ে তোলেন। মন্দিরে পুজো দিতে থাকেন তাঁরাই। মন্ত্র জোগাড় করে শেখেন। শেখেন পুজোর পদ্ধতিও। আবার স্বধর্মের মসজিদও পড়ে তোলেন। সেখানেও নামাজ আদায়ের দায়িত্ব নেন। সেই থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া আর নিত্যসেবা দুটিই পরিবারের সদস্যদের কাজ। বাগোড়িয়ায় বহু হিন্দু বাস করেন। তাঁদের নিয়ম মেনে নবরাত্রির সময় প্রতিটি বাড়িতে নিরামিষ রান্না হয়। বিগত ৬০০ বছরে অনেক বদলে গেছে বাগোড়িয়া। কিন্তু সেই ধাপ কুয়ো এখনও তেমনই আছে। গ্রামের মানুষের কাছে এই কুয়ো পরম

মুসলমানদের দুর্গাপুজো

শ্রদ্ধার। বাইরের লোকজন এলে তাঁরাও কুয়োর জল ছুঁয়ে আসেন, আশীর্বাদ কামনা করেন মা দুর্গার কাছে। ধর্মীয় বিরোধে দেশ উত্তাল হয় মাঝেমধ্যেই। তবে এখানে কখনই তার ছায়া পড়ে না।

অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িণী

মা দুর্গার পৌরাণিক ইতিহাস

(১৬ পাতার পর)

বিপ্রচিত্তি বংশের অসুরদের বিনাশ করতে আবার আসবেন দেবী। তখন অসুররক্তপানোন্মত্তা সেই দেবীর নাম হবে রক্তদন্তিকা।

চল্লিশতম চতুর্যুগে অনাবৃষ্টি পীড়িত ভুবনকে রক্ষা করতে শতাক্ষী মূর্তিতে আবির্ভূতা হবেন দেবী। মেঘবরণা দেবীর অশ্রুজল ন'দিন ধরে প্রবল বর্ষণে সিক্ত করবে ঊষর ভূমি। শাকসবজি দ্বারা জীবজগতের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে তিনি ধরবেন শাকম্ভরী নাম।

তারপরে দুর্গমাসুরকে বধ করার কারণে তাঁর নাম হবে দুর্গা।

পঞ্চাশতম চতুর্যুগে হিমাচলে রাক্ষস-বধার্থে আবির্ভূত হবেন দেবী। তাঁর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির নাম হবে ভীমা।

ষাটতম চতুর্যুগে আবার আসবেন জগৎ-জননী। ভ্রামরী রূপ ধরে বধ করবেন অরুণাসুরকে।

এই অনন্ত অবতার লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা পাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে।

দেবী দুর্গার নামের অর্থ ও উৎস

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের সাতান্ন অধ্যায়ের সাত আটটি শ্লোকে দুর্গা শব্দের অর্থ লেখা আছে।

'দুর্গ' অর্থাৎ দৈত্য, মহা বিঘ্ন, সংসারবন্ধনকরকর্ম, শোক, দুঃখ নরকযন্ত্রণা, মহাভয়, অতিরোগ। 'আ' শব্দটি হল হন্ত বাচক সুতরাং যিনি এই সমস্ত দুর্গকে নাশ করেন। তাই তিনি দুর্গা নামে প্রসিদ্ধ।

অন্যভাবে বলা যায় দুঃ-গম+অ= দুর্গা

যে স্থানে গমন করা অত্যন্ত দুরূহ তাকে দুর্গ বলে। দুর্গ শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে দুর্গা শব্দটি গঠন করা হয়েছে। এবং স্ত্রী লিঙ্গের ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি মহামায়া তিনি দূরভিগম্য, তাঁকে দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারা পাওয়া যায়। তাই তিনি দুর্গা।

তিনি ব্রহ্মের শক্তি বলেও দূরভিগম্য এবং সাধন সাপেক্ষ।

আবার দুর্গম পশুকে বধ করেছেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়।

আবার দুর্গা শব্দের আরেকটি অর্থ হল দুর্গতিনাশিনী দেবী। কারণ তিনি মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বিনাশকারী।

আবার এও বলা হয়ে থাকে, দেবী দুর্গা নামটি এসেছে দুর্গম থেকে যা অজেয় বা অতিক্রম করা কঠিন। এই নামের কারণ হল, একটা সময় দুর্গম নামে এক অসুর রাজা ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন যে কোনও পুরুষ তাকে হত্যা করতে পারবে না এই বর লাভ করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যাচারী। পরবর্তীতে দেবতাদের অনুরোধে এই অসুরকে বধ করতেই দেবী দুর্গা হন এবং সেই দুর্গম অসুরকে পরাজিত করেন।

দেবীর দুর্গা নামে এটিও আরেকটি কারণ।

দেবীর আরাধনা

দুর্গাপুজো শুরু হয় ষষ্ঠীর দিন থেকে। বোধন দিয়ে শুরু হয় ষষ্ঠীর দিন। প্রচলিত কথা অনুযায়ী 'করো ষষ্ঠীকল্পেতে বোধন'

সপ্তমীর দিন হয় নবপত্রিকাস্নান। এই রীতি বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের শিকড়ের দিকে ইঙ্গিত করে। এদিন একটা ছোট কলাগাছের সঙ্গে আরও আটটি গাছের পাতা বেঁধে স্নান করানো হয়। এর মধ্যে কলাগাছটি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় বলে এই নিয়মটিকে কলাবউ স্নান বলে। নটি গাছের পাতা, শক্তির নটির রূপকে তুলে ধরে।

ব্রহ্মাণী (কলা) কালিকা, (কচু), দুর্গা (হলুদ), কার্তিকী (জয়ন্তী), শিব (কয়েৎবেল), রক্তদন্তিকা (বেদানা), শোকরহিতা (অশোক), চামুণ্ডা (ঘটকচু), লক্ষ্মী (ধান)।

সপ্তমী-সকালে নবপত্রিকায় স্নানের জন্য নদী বা জলাশয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর লালপাড় সাদাশাড়িতে মুড়িয়ে সেটিকে গণেশের পাশে প্রতিস্থাপিত করা হয়।

অষ্টমীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দুর্গার প্রতি নিজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ভক্তরা। সাধারণত সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী এই তিনদিনে পুষ্পাঞ্জলি হয় তবে অষ্টমীর অঞ্জলিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

অষ্টমীর সমাপ্তি ও নবমীর সূচনা সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হয়। এই সময় দুর্গা চণ্ড-মুণ্ডবধের জন্য চামুণ্ডাস্বরূপ ধারণ করেন। গোটা দুর্গাপুজোয় এই এক তুঙ্গ মুহূর্ত। দেবী জাগ্রত হন এইসময়।

এইসময় একশো আটটি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। এবং একশো আটটি পদ্ম দুর্গার পায়ে অর্পণ করা হয়।

পিতৃগৃহের ছুটি কাটিয়ে দশমীর দিনে পতিগৃহে রওনা দেওয়ার আগে দেবীমাকে বরণ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এবং এই দিনের ভোগে অবশ্যই দেওয়া হয় পান্তাভাত, কচুশাক।

দশমীর দিন দুর্গাকে সিঁদুরে রাঙিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে পান, ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

28 September, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

পারিবারিক বিদ্যাসাগর

ভারতের সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙলা ও বাঙালির ইতিহাসের সূচনা যাঁর নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২৬ সেপ্টেম্বর ছিল এই বরণীয় পুরুষের জন্মদিবস। তাঁকে স্মরণ করলেন **শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে**

যাঁর বর্ণপরিচয় দিয়ে আমাদের, বাঙালিদের শিশুবেলার হাতেখড়ি, যিনি আমাদের আত্মার পরম আত্মীয়, বীরসিংহের সেই সিংহহৃদয় বীরপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আপামর মানুষ চেনেন ঋজু কঠিন দৃঢ়চেতা একরোখা ব্যক্তি হিসেবেই। তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা জানে পৃথিবীব্যাপী মানুষ। কিন্তু এসবের আড়ালে মানুষ বিদ্যাসাগর, তাঁর পরিবার, পারিবারিক জীবন ও যাপন ঠিক কেমন ছিল এ লেখা মনোনিবেশ করেছে সেদিকেই।

মানুষটির ছেলেবেলা যে কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে সেও আমরা জানি। তাঁর উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক তাঁর বিষয়ে আলোচনা।

"ওই সময়ে টেকুয়া ও চরকায় সুতো কাটিয়া, সেই সুতো বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।'' পরিবারের এই চরম দারিদ্রের চিত্র বিদ্যাসাগর নিজেই তুলে ধরেছিলেন, তাঁর লেখায়। আর এইটুকু উপার্জনে এতজনের সংসার চলে না বলেই, তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় আসতে হয়েছিল।

বিস্তারে আলোচনার আগে বিদ্যাসাগরের পারিবারিক অবস্থানটা একবার দেখে নেওয়া যাক। বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহের নাম ছিল ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার। তাঁর পাঁচ পুত্র, নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ। রামজয় তর্কভূষণ বিদ্যাসাগরের পিতামহ।

রামজয়ের সঙ্গে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয় কন্যা দুর্গাদেবীর বিবাহ হয়। এঁদের দুই পুত্র চার কন্যা। ঠাকুরদাস, কালিদাস, মঙ্গলা, কমলা, সোতিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা। এই ঠাকুরদাসেরই ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মায়ের নাম ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়, পূর্ব মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে ওই গ্রামে, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি করানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি হলেও শৈশব থেকেই তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বাবার সঙ্গে কলকাতা আসার পথে পথ-পার্শ্বের মাইলফলক থেকে ইংরেজি সংখ্যা শেখার গল্প আজ প্রবাদ।

ব্রিটিশ আমলে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র অনুবাদক, উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র লেখক, বাল্যবিধবার প্রচলন ও সতীদাহ প্রথা রোধের অগ্রণী, তেজস্বী মনীষী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছোটবেলা তীব্র দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। কলকাতা আসার পর পাথুরিয়াঘাটার হেমচন্দ্র বসুর ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে ইংরেজি, বাংলা দুটোই পড়ানো হত। বছর তিনেক পরে তাঁকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেইসময়ে ইংরেজ শাসন, দেশকে পঙ্গু করে রেখেছিল, এ ব্যতীত দেশময় মানুষদের ধরে ধরে, খ্রিস্টান ধর্মে পরিবর্তিত করবার নেশায় অস্থির করে রেখেছিল সাহেবরা। তাই পাছে বিদ্যাসাগরের ধর্মান্তর ঘটে এই ভয়ে তাঁকে কলকাতার গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তা ছাড়া আরও একটি বিষয় ছিল, সেটি হল, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবলেন যে, স্বজাতির সনাতন পেশায় নিজে থাকতে পারেননি। টোল, চতুষ্পাঠী খুলতে পারেননি। ছেলে বিদ্যাসাগর যদি সেই পথে যায় তবে মন্দ কী?

ছোট থেকেই বিদ্যাসাগর বহু বৃত্তি ও পারিতোষিক পেয়ে এসেছেন। তাঁর পড়াশোনার ধরন নিয়েও বেশ কিছু প্রবাদ রয়েছে। যেমন পাছে পড়াশোনার সময় ঘুমিয়ে পড়েন তাই, তিনি তাঁর চুলের টিকি সিলিং-এ টাঙানো একটি দড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। পরবর্তীতে বহুবার তিনি পেশা পাল্টেছেন। যেমন, যখন তাঁর বয়স চোদ্দো তখন তিনি জ্বর আর প্লীহা রোগে বেশ ভালরকম ভোগেন। এর ফলে বিদ্যাসাগর স্থির করেছিলেন যে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরের মেধার কথা জানতে পেরে তাঁকে বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেন। বাড়ির লোক বিষয়টি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়ে ঘরবন্দি করে রাখে। এরপর তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করবেন ঠিক করেন। সেজন্য পরীক্ষাও দেন, কিন্তু সেইবছর প্রশ্নপত্র চুরি হয়ে যাওয়ার দরুন সেই পরীক্ষা গ্রাহ্য হয় না। এর প্রায় পাঁচ বছর পর তিনি ক্রমান্বয়ে লাতিন, গ্রিক, ফরাসি, সংস্কৃত, পারসি, হিন্দি, উর্দু ভাষা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। এই এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, সেখানে তিনি পুরাতত্ত্ব নিয়ে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতেন। সেইসময় তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ' নামক দুটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তিনি যে উপাধিগুলো পান তারমধ্যে L.L.D. এবং গভর্নমেন্টের কাছ থেকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও গভর্নমেন্টের কাছ থেকে 'রাজা' ও C.I.E. উপাধিও প্রাপ্ত হন।

ফিরে আসা যাক, বিদ্যাসাগরের যৌবনবেলার জীবনছবিতে। পড়াশোনা শেষ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইসময়েই তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি, বেতাল পচ্চিস' থেকে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র অনুবাদ। এরপর ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন। তার বছর দু-এক পর উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে ১৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এইসময়েই তাঁর 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমদি' রচনা ও প্রকাশ করেন।

বহির্জগতের এহেন কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও সবসময় তিনি পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। যখন হেড পণ্ডিত ছিলেন, বেতন পেতেন ৫০ টাকা, আর তাঁর বাবা বেতন পেতেন ১০ টাকা। সেইসময় বিদ্যাসাগর, তাঁর ছোট দুই ভাইকে দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র একসঙ্গে থেকে লেখাপড়া শেখান। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতেন হাসিমুখে। যখন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করতেন, সেইসময়ে তাঁর ভাইয়ের বিয়ে স্থির হয়। মা, ভগবতী দেবী তাঁকে ডেকে পাঠান বাড়ি আসার জন্য। বিদ্যাসাগরের কাছে মায়ের আদেশ ছিল ভগবানের নির্দেশের মতো। তাই তিনি ছুটির জন্য অফিসে মার্শাল সাহেবের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু সাহেব তাঁকে ছুটি দিতে রাজি হন না। তখন বিদ্যাসাগর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার জন্য উদ্যত হন। মনে মনে ভাবেন যে, মায়ের ডাক অগ্রাহ্য করার চেয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া ভাল। সাহেব তাঁর এইরকম অসাধারণ মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন।

আরও একবার, মায়ের অসুখের খবর কোনওক্রমে বিদ্যাসাগরের কাছে পৌঁছতে তিনি তখনই কলকাতা থেকে বীরসিংহ গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন। সেইসময় ছিল বর্ষাকাল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বৃষ্টিও হচ্ছে অঝোরে। তিনি সব বাধা অতিক্রম করে, খরস্রোতা দামোদরের কাছে এসে পৌঁছন এবং কথিত আছে যে, সাঁতার কেটে পার হন দামোদর নদ, মাতৃদর্শনের জন্য। এইরকম বহু ঘটনার ঘনঘটা বিদ্যাসাগরের জীবনকে ঘিরে আছে। তাঁর চরিত্রের অখণ্ড স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদা তাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে।

এসব সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন বড় মানসিক কষ্টে কাটে। পরিবার থেকে যথেষ্ট অবহেলা পান। একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। সম্পত্তির জন্য তাঁকে মামলা মোকদ্দমা, কোর্ট কাছারি পর্যন্ত করতে হয় শেষমেশ। ১৮৮৮ সালে স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয়। এরপর জলহাওয়া পরিবর্তনের জন্য সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত কামাটারে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত) একটি বাগান ঘেরা বাড়ি কেনেন পাঁচশো টাকায়, এক ব্রিটিশের কাছ থেকে। নাম দেন নন্দনকানন। সেখানে তিনি রাতে ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে একটি স্কুলও চালাতেন। এখানে বসেই তিনি 'সীতার বনবাস' লেখেন, বর্ণপরিচয়ের তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখেন। শম্ভুচন্দ্র, তাঁর ভাই, স্মৃতিচারণে বলেন যে, সকালবেলা দশটা পর্যন্ত তিনি সাঁওতাল রোগীদের চিকিৎসা করতেন, আর রাতে কাজ থেকে তারা ফেরার পর নাইট স্কুল চালাতেন। তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। বিদ্যাসাগর নাকি বলতেন, বড়লোকের বাটিতে খাওয়া অপেক্ষা এসকল লোকেদের কুটিরে খাইতে আমার ভাল লাগে।

১৮১৭-তে কলকাতায় বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর একটি বাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। ৩৬ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিটে বিদ্যাসাগরের এই নিজস্ব বাড়িটি আজও দণ্ডায়মান। এখানেই ১৮৯১ সালের ৩০ জুলাই ৭০ বছর বয়সে এই অমূল্যপ্রাণ দেহ রাখেন। ছেলে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর মারা যাওয়ার পর, তাঁর কামাটারের বাড়ি ও সম্পত্তি বিক্রি করে দেন এক বাঙালি পরিবারের কাছে। এরপর বিহারের বাঙালি সমিতি ওই বাড়িটি কিনে নেয়। সেখানে তাঁরা বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর নামে মেয়েদের একটি স্কুল ও 'বিদ্যাসাগর হোমিও' নামে একটি চিকিৎসালয় চালান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগ নিয়েছে এই মহাপ্রাণকে নিয়ে বহু গবেষণামূলক কাজ করার। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বহু কর্মসূচিও গ্রহণ করা হচ্ছে।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন